ঈমানের সৌন্দর্যাবলী

এই বাণীতে দুটি প্রসঙ্গ রয়েছে

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُون

আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে।অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে।

কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে অশেষ পুরস্কার। সুরা তীন

প্রথম প্রসঙ্গ

এখানে ঈমানের হাজার হাজার সৌন্দর্যাবলী থেকে পাঁচটি গুণাবলীকে পাঁচটি নুকতায় বর্ণনা করব।

প্রথম নুকতা: মানুষ ঈমানের জ্যোতীর মাধ্যমে সর্বোচ্চ স্থরে উন্নীত হয়, জান্নাতের উপযোগী এক মহান প্রতিদান অর্জন করে। আবার কুফুরীর অন্ধকারের পীড়নে সর্বনিম্ন স্থলে নিমজ্জিত হয়, যা জাহান্নামের অধিবাসী হবে এমন এক পরিস্থিতির অবস্থানী হয়,ও এই মানুষকে নরকবাসী করবে । কারণ হল, ঈমান মানবকে মহান সানীয়ে যুল-জালালের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করে ফলে ঈমান হল, একটি সম্পৃক্ততাকারী ব্যাপার। এমনটি হওয়াতে মানব ঈমানের শক্তির সাথে আসল মানুষ হওয়ার বিবেচনায় এলাহির শিল্পকলায় এবং রাব্বানী ইসিমসমুহের সাজসজ্জায় দাবীকারী হওয়ার বিবেচনায় একটি মহামূল্যবান মূল্য অর্জন করে। অপর দিকে কুফুর যা মহান রবের সাথে সম্বন্ধকরনের ব্যাপারে কর্তনকারী বিবেচ্য হয়, যার ফলে রাব্বানী শিল্পশৈল্পিকতা অদৃশ্য বা লোকিয়ে যায়। মূল্যায়নটাও কেবলমাত্র বস্তুবিক বিবেচনায় বিবেচ্য হয়। সাময়ীক বস্তুবিদ পৃষ্টতা হওয়ার ধরুন যেমনটি ক্ষনস্থায়ী তেমনী নশ্বর এবং অল্পসময়ী একটি প্রাণীসূলভ মানবজীবন হওয়ার দৃষ্টিতে তার মূল্য মূল্যহীন হিসেবে গন্য হয়।

এই সুক্ষ্য রহস্য একটি উদাহরনের সাথে বর্ণনা করব। যেমন মানবজাতীর শিল্পকর্মের মধ্যে যেমনটি উপাদানের পূর্বমূল্যের সাথে মূল্যায়নটা উৎপাদিত বস্তুসামগ্রীর মূল্যায়ন আলাদা ও পৃথক বিষয় হয় । কখনও উপাদান ও উৎপন্নকৃত বস্তু উভয়টা সমমানের আবার কখনও বস্তুর ক্ষেত্রে তার তৈরীকৃত উপাদান আরও মূল্যবান এমনটি হয় যে পাঁচ পয়সার লোহার ন্যায় এক উপাদানে পাঁচ টাকার সমমান একটি বস্তু উৎপন্ন হয়। এমনকি কখনও পাঁচ পয়সার লোহা, অন্য বিস্ময়কর ও আকর্ষণীয় হওয়া একটি উৎপাদিত বস্তু এক কুটি মুল্যের মূল্যায়ন অর্জনের অবস্থায়, লোহা তৈরীকৃত উপাদান পাঁচ পয়শাতুল্য ও হয় না।

অত:এব এমন আশ্চর্যময় একটি উৎপাদিত বস্তু যদি আনুকা শিল্পিদের শিল্পকর্মের বাজারে যায় অনন্য প্রাকৃত সামগ্রী তৈরী কারক এবং অতি পূরাতন বিজ্ঞতাপূর্ন কারিগরদের শিল্পকার্যের সম্বন্ধকরনের ধারাবাহিকতায় ঐ অভিজ্ঞ কারিগরের কর্মকে স্বরণ করার সাথে এবং যদি শৈল্পকর্মের বস্তুকে প্রদর্শণ করা হয় যা বর্তমানে অনাকাংখীত, তাহলে এটা কুটি টাকার মুল্যে বিক্রি করা সম্ভব। এখন যদি কোন আনাড়ী কোন লৌহকারকদের বাজারে যায় তাহলে এর মূল ধাতু সংশ্লীষ্ট উপাদানকে পাঁচ পয়সায় নামিয়ে আনতে পারবে।

সুতরাং মানুষ মহান পালনকর্তার ঐরকম একটি বিস্ময়কর শিল্পকার্য এবং সবচেয়ে কোমল ও কমনীয়তার একটি কুদরতী অলৌকিকতা যে, মানবকে পালনকর্তার সমগ্র গুনীয় নামসমুহের গুণাবলীতে যেমন ওজু করার এবং নকশাকৃত করার মাধ্যমে বা করনটা এবং এই তামাম সৃষ্টিকুলের প্রতি এক সুষ্য-তীক্ষ্ণ এক উদাহরণের আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে।

যদি ঈমানের নূর এই মানুষের ভিতরে প্রবেশ করে, তাহলে মানবের উপরীভাগে সৃষ্টির রহস্যের সকল তাৎপর্য ও নকশা সমূহকে ঐ নূর দ্বারা নির্বাচন সম্ভব। ঐ সময় মুমিন ব্যক্তি পৃথক এক অনুভুতির দ্বারা তাহা বুঝতে সক্ষম হয় বা হবে। এমনকি সে খোদায়ী সম্পৃক্ততার শক্তি দিয়ে কোন জ্যোতিময় আলোকে পড়তে সক্ষম হয়। অর্থাৎ আমি মহান সানিয়ে যুল-জালালের এক শিল্প এক মাখলুক আমি তার রহমত ও দয়ায় বেচে আছি এর ন্যায় অর্থবোধক বাক্যসমুহ মানুষের মধ্যে স্পষ্ট হওয়া মহান রবের শিল্প ফুঠে ওঠে। এর অর্থ হল, মহান শিল্পি আল্লাহর প্রতি সম্পৃক্তবান হওয়া এই ঈমান, মানুষের সার্বিক শিল্পকর্মে ফুঠে ওঠে। মানবের মূল্যটা ঐ মহান রব্বানী শিল্পকর্মের ধারাবাহিকতায় প্রকাশ পায়। এবং এ সম্পর্কটা সামাদানী দর্পনের বিবেচনায় সমগ্র সৃষ্টি জীবের উপরে এক এলাহী বানীর শ্রোতা এবং জান্নাতের ন্যায় সুমহান স্থলের উপযোগী এক রাব্বানী মুছাফির হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

এখন যদি সম্পৃক্ততা থেকে মুখোমুখী হওয়া কুফুর এই মানবের ভিতরে প্রবেশ করে ঐ সময় সমগ্র ঐ মাহাত্ম এলাহীর সৌর্যবীর্জময়, মহা সুন্দর্যের নকশাসমুহ অন্ধকারের ভিতরে নিমজ্জিত হয়, তখন আর এগুলো বুঝতে, পড়তে পারেনা। যদি মহান শিল্পিকে ভূলে যায় তারপর ও মহান শিল্পির প্রতি সম্মুখীত আধ্যাত্মিক দিকগুলো ও বুঝে ওঠতে পারে না। স্বভাবজাতভাবে কুফুর বহনকারী বুজশক্তি নিম্নে নিমজ্জিত, অবতীর্ন হতে থাকে। ঈমান না থাকার কারণে ঐ মহানুভবপূর্ণ অর্থ বহুল উচ্চমূখী শিল্পকর্মের এবং আধ্যাত্মিক ও প্ররোক্ষ উচ্চতর নকশা সমূহের বেশির ভাগই লাগব হতে থাকে। অবশিষ্ট থাকা চক্ষুর দ্বারা দেখতে পাওয়া প্রত্যক্ষ বিষয়াদীকে যদি চিন্তা করা হয়, তাহলে তার অংশবিশেষ নিম্নগামী মাধ্যমে এবং প্রাকৃতীবাদীতায় এবং অনাকাংখীত হিসাব করতঃ নিরবচ্ছিন্ন পন্থায় কাজ না করে চুপ থাকে। প্রত্যেকটি বিষয় যখন একেকটি চমৎকৃৎ, হীরাতুল্য হয়েও একেকটি নিস্প্রান শিশির-বোতলের ন্যায় হতে থাকে। প্রত্যক্ষময় প্রত্যেকটি নকশার মূল্যায়ন কেবল প্রাণীসূলভ উপাদানের তরে দৃষ্টিপাত করে এবার এই উপাদানের লক্ষ ও ফল স্বরুপ চিন্তা করে যা ঘটে তা হলো পূর্বে উল্ল্যেখ করার ন্যায়। সাময়ীক এক জীবনকালে প্রাণী সুলভের একান্ত মুখাপেক্ষীতাকে এবং একান্ত অক্ষমতাকে এবং জীবন যাপন ছাড়া অন্য কিছুকে পায় না। একসময় তাও ভেঙ্গে পা চলে যায়, শেষ হয়ে যায়। অতএব কুফুর এইভাবে মানবের মৌলীক মাহাত্মতাকে তাৎপর্যকে জালিয়ে দেয় পরিশেষে তা হীরা থেকে রুপান্তর হয়ে কয়লাতে রূপ ধারণ করে।

দ্বিতীয় নুকতাঃ ঈমান যেমনিভাবে এক জ্যোতী তেমনী মানুষকে জ্যোতীময় করে থাকে এই অলোর মধ্যে ভেসে থাকা সমস্ত সামাদানী (চিরঞ্জীব) চিটিপত্র সমূহকে পড়তে মানুষ আলোকিত করে একইভাবে, এই ঈমানের নূরও মানুষকে আলোকিত করে ভরপূর করে থাকে। নিম্নের আয়াতের সাথে সংশ্লীষ্ট ঘটনাতে একটি রহস্যময় বিষয়কে আমি স্বয়ং অবলোকন করেছি এমনকি এক উদাহরনের মাধ্যমে বর্ণনা করছি। আয়াত হলো,

اَللهُ وَلِىُّ الَّذِينَ اٰمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ (বাকারা ৭৫২)

উদাহরনটি হল এমন যে,

আমি একটি কল্পনাপ্রবণ ঘটনা দেখেছি যে, দুটি উঁচু পাহাড় রয়েছে, একটি অপরটির ঠিক বিপরীত উভয়ের উপরে অত্যান্ত ব্যতিক্রমী এক সেতু তৈরী করা হয়েছে। আমি নিজেকে ঐ ব্রীজের উপরে দেখতে পেলাম। সেখান থেকে দুনিয়াকে তার সবদিক দিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন যা অতি তীব্রতর এক জুলুমাতের, অন্ধকারের প্রভাবে জবর দখল হয়ে আছে দেখলাম। আমি আমার ডান দিকে থাকালাম সীমাহীন এক জুলুমাতের, অন্ধকারের মধ্যে একটি বিশাল মানের কবরস্থান দেখতে পেলাম। অর্থাৎ কল্পনা করা আমার বাম দিকে থাকালে দেখলাম যে, অনাকাংখীত বিস্ময়কর অন্ধকারের তীব্র নিপিড়নের মধ্যে ডেউয়ের মধ্যে বিশাল বিশাল ঝড় বিপর্যয়, কষ্ট সহনীয়ময় যন্ত্রনা ধংশাবলী উপস্থিত হওয়া এমন অবস্থাকে দেখলাম। ব্রীজের নীচে যখন খাকালাম তখন অতি মাত্রার এক খাড়া বাঁধ দেখছি ধারণা করলাম এই আশ্চর্যজনক উৎপীড়নময় আধাঁরের ঠিক বিপরীত আমার হাতে একটি লেন্ঠনের বাতি ছিল। এটাকে ব্যবহার করলাম অর্ধেক বেমানান আলোর দ্বারা থাকালাম অতি বিপদজনক এক অবস্থার পরিস্থিতি আমাকে দেখানো হল। এমনকি সামনে থাকা এই সাকোর প্রথমাংশে এবং তার আশেপাশে এমন এমন আকস্মীক বড় বড় অজগর, হিংশ্রময় শিংহ সমুহ, ভয়ংকর জানুয়ার প্রাণী সমুহ দেখানো হল যে, এই হাতে থাকা পকেট বাতী যদি না হত তাহলে কতই না ভাল হত এগুলোকে দেখতে পেতাম না। এভাবে নীজেকে বলিলাম। হাতের বাতিকে যে দিকে ফিরালাম ঐ রকম ভয়ংকর চিত্র দেখলাম। এই বাতি আমার জন্যে একটি মসিবত হয়ে আছে এমনটি বলিলাম। এই হাতের লাইটের প্রতি রাগান্বিত হলাম । ঐ বাতিটিকে নিক্ষেপ করলাম, ভেঙ্গে দিলাম। এ যেনো এটাকে ভেঙ্গে ফেলার কারণে দুনিয়াকে আলোকিত কারী বড় এক ইলেকট্রিক বাতির সুইচকে অফ করার ন্যায় হঠাৎ করে যেন ঐ তীব্র আধার নাই হয়ে গেল। হটাৎ,সর্ব দিক ঐ বাতির নূরের সাথে ভরপুর হয়ে গেল। সবকিছুর বাস্তব রুপকে ভাসিয়ে ফুটিয়ে সামনে নিয়ে আসল। এখন দেখলাম যে, আমার দেখা ঐ ব্রীজটি যা অতি সুদক্ষতার সাথে এক নিম্নভুমির মধ্যে একটি সুন্দর রাস্তা এবং আমার ডান দিকে দেখা বিশাল কবরস্থান নীচ থেকে উপরে সর্বদিকে যা সবুজ স্যামল বাগান সমুহের সাথে নূরানী মানব সকলের নেতৃত্বের কব্জায় ইবাদাত, খেদমত ও সোহবত এবং জিকিরের মজলিস সমূহ হওয়াটা বুঝতে পারলাম। আর ঐ বাম দিকটা হল প্রচন্ড ঝড়ে আক্রান্ত কষ্ট সহিঞ্চুময় ধ্বংশাবলী। এই পরিস্থিতি সমুহ যা পরক্ষন হলে ও নিরব মনোরম আকর্ষনীয় হওয়া পাহাড় সমুহের পিছনে বিশাল আকারের এক দাওয়াতীস্থল, মনোহর এক ভ্রমনীয় স্থল সুউচ্চ এক মনোবঞ্চনীয় স্থল হওয়াটা আমি পাইলাম ও কল্পনাপ্রবন দেখলাম। আর ঐ আক্রমনাত্মার জানোয়ার প্রাণীরা যাদেরকে অজগরতুল্য হিংস্র মাখলুক রূপে ধারণা করেছিলাম আসলে এরা ছিল আনন্দপ্রদ এক উট, ভেড়া বকরী ষাড় এর ন্যায় সামাজীক চলনে থাকা প্রাণী হওয়ায় বুঝলাম এবং দেখলাম পরে   আলহামদুলিল্লাহি আলা নু-রিল ঈমান উক্ত বাণী বলে বলে উক্ত

اَللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ اٰمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ

(বাকারা ৭৫২)

আয়াতে করিমাকে পড়লাম এবং ঐ ঘটনা থেকে আমি যা পুনরায় পাওনা অর্জন করলাম।

যাইহোক এর স্বার্থকথা হল, ঐ দুটি পাহাড় জীবনের শুরুস্থল জীবনের শেষস্থল অর্থাৎ দুনিয়ার জীবন এবং পরকালে বরযখের জীবন। আর ঐ সাকো হল জীবনের রাস্তা ঐ ডান দিকটা হল সমস্ত অথীত কাল। বাম দিকটা হল সমগ্র ভবিষ্যৎ কাল। আর ঐ হাতের লাইট হল মন মোতাবেক চলা এবং যা ইচ্ছে তার উপর আমল অনুসরণ করা এমনকি আসমানী ওহী সুলভ অবতীর্ন কোরআনকে শ্রবণ না করা মানবের আমিত্ত ছাড়া

অন্য কিছু নহে। আর ঐ জানোয়ার যাদেরকে সন্দেহ করেছিলাম তারা হল এই দুনিয়ার ঘটনাবহুল দুর্ঘটনাময় ব্যাপারগুলো এবং আশ্চর্যময় এক মাখলুক ছাড়া অন্য কিছু নহে।

অতএব আত্ম-অহংকারে নির্ভরকারী, গাফলতের অন্ধকারে পতিত হওয়া, পথভ্রষ্টতার আঁধারে ধাবিত হওয়া লোক যে আলোচ্য ঘটনার প্রথম অংশের সাথে তুল্য যে, ঐ হাত বাতির হুকুমের ন্যায় হওয়া তুচ্ছ ও ভ্রষ্টতায় মিশ্রিত তথ্যের সাথে অতীত কালকে একটি বড় মাজারের আকৃতিতে এবং নি:শেষ মিশ্রিত একটি আধারের মধ্যে প্রস্ফুটিত হচ্ছে। আবার ভবিষ্যৎকাল যা অতি ঝড় ঝঞ্ঝাক ও আকাশীকতায় সংশ্লিষ্টতার এক ভয়ংকর এক স্থানের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে। একইভাবে, প্রত্যেকটি একজন হাকিমে রাহিমের একেকটি কর্মচারী ও ব্যস্থ হওয়া ঘটনাপ্রবল ও সকল অস্থিত্বকে ধ্বংশময় একেকটি জানোয়ার হওয়াটাকে উপস্থান করে। যা আলোচ্য

وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ

(বাকারা ৭৫২)

আয়াতের হুকুমকে দর্শন করে। আর যদি এলাহীর হেদায়াত এতে হয়, যদি অন্তরের মধ্যে ঈমান প্রবেশ করে, নফসের ফেরআউনী আদর্শকে ধুলিস্যাত করে আল্লাহর কিতাবকে শ্রবণ করে, তাহলে এটা হবে উল্লেখীত ঘটনার দ্বিতীয় সারাংশের সাথে তুল্য। তখন কায়েনাত হঠাৎ করে সোজাস্যাপ্টা পূর্ণ দিনকে রঙ্গিণ করে গ্রহণ করবে। এলাহীর নূরের দ্বারা পরিপূর্ণ হবে। আর তামাম জাহান এখন পড়বে যে, اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ (নূর ৫৩)

তখন অতীতের সময়টাকে কোন বড় মাজারের তুল্য না করে বরং প্রত্যেক যুগে কোন নবীর অথবা আউলিয়াদের নেতৃত্বের ছায়া ইবাদাতের দায়ীত্বকে আদায়কারী সূফীতুল্য বিশুদ্ধ রুহ সমুহের জামাত সমুহ এর জীবনের দায়ীত্বকে কর্মকে শেষ করার সাথে আল্লাহ সবার বড় বলে বলে সুউচ্ছ মাকাম সমুহে তারা উড়াল দিতে এবং ভবিষ্যৎ কালের দিকে অতিক্রম করতে অন্তস্থল থেকে তারা দর্শন করে করে ভ্রমন করতে থাকে। আবার বাম দিক এমন হয় যে, পাহাড় সমতুল্য অধিকাংশ অভ্যুথ্যান ও দুনিয়াবী রূপান্তর এবং পরকালের তুল্য এর পিছনে জান্নাতের বাগিচা সমুহের চির সৌভাগ্যময় প্রসাদ সমুহে স্থাপিত এক বহমান জিয়াফত দাওয়াতের প্রতি যা ঐ নূর এবং ঈমানের সাথে দূর থেকে দূরে অবশ্যই পার্থক্য প্রকাশ করে। এবং ঝড়-তুফান এবং ভুমিকম্প, মহামারীর ন্যায় দুর্ঘটনাবলী যেগুলোকে একেকটি সুনির্দিষ্ট দায়ীত্ববান কর্মচারী ও সৈনিক জানতে বাদলের দিনের ন্যায় মহাবৃষ্টির ন্যায় যে সকল ঝড়-তুফান রয়েছে প্রত্যক্ষভাবে কর্কশ এবং প্ররোক্ষভাবে অতি মায়াবী কমনীয় হিকমত সমুহের তরে মাধ্যম সাব্যস্থ হয়, জানে, এমনকি মৃত্যু যা চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে ভুমিকা ও কবর যা চিরসৌভাগ্যতার দরজা রূপে দেখানো হয়। আরও অন্যান্য ব্যাপার ও দিক গুলোকে তুমি নীজে চিন্তা কর বাস্তবতায় তুলনা করত: প্রেক্ষাপটের মিল করে নাও।

তৃতীয় নুকতাঃ ঈমান যেভাবে একটি জ্যোতি তেমনী শক্তিবান এক ক্ষমতা। অবশ্যই হাকিকি ঈমানকে বহনকারী ব্যক্তি তামাম জাহানে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং ঈমানের শক্তির ধারাবাহিকতায় অভ্যুথ্যানের হিংশ্র থাবা থেকে নীজেকে হেফাজত করতে পারে যে, তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ বলে জীবন মেলার জাহাজে পূর্ন সংরক্ষনের সাথে অনাকাংখীত দুর্ঘটনাবলীর দুর্দশার মধ্যে সে কোমলমতী পন্থায় ভ্রমন করে চলে। সমগ্র ভারী বোঝা সমুহকে মহান কাদিরে মুতলাক এর কুদরতী হাতে হিসেবে রাখে, সহজতর ভাবে এই নশ্বর দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, বরজখের মধ্যে রেষ্ট নেয়। পরবর্তীতে চির সৌভাগ্যময় জীবনে প্রবেশ করার লক্ষে

জান্নাতের দিকে উড়ে পাড়ি জমায়। আবার যদি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল না করে তাহলে দুনিয়ার ঝড়-তুফানী ঝঞ্ঝাযায় সমুহ উড়াল দেওয়া দুরের কথা বরং আছফালে ছাফিলিনের সর্ব নিম্নের স্থানে নিমজ্জিত হবে। অর্থাৎ ঈমান একত্ববাদকে, একত্ববাদে নীজেকে সোপর্দ করা যা তাওয়াক্কুলকে আরও তাওয়াক্কুল আলাল্লাহর চির সৌভাগ্যেময় জীবনের প্রতি উৎসাহময় অপেক্ষার অবকাশ রাখে। তবে শুধু ভুল বুঝা তাওয়াক্কুল, সার্বজনীন মাধ্যম সমুহে প্রত্যাখ্যানের অর্থ দেয় না। বরং কারণ বা মাধ্যম সমুহকে কুদরতের নীতির পর্দা মনে করে, জেনে, চিন্তা করে প্রদর্শন করতঃ যদি কারণ বা মাধ্যম সমুহের নির্ভরতায় প্রবেশ করে এক প্রকার কার্যক্রমী দোয়াকে সবকিছু মনে করে বুঝা ও ক্ষমতা ঐখানে বন্ধী করে, তাহলে ঐ সময় কারণের ফলাফলকে কেবলমাত্র এটা হওয়ার মৌলীক কৃতির শুধু জনাবে হক্বের পক্ষ থেকে চাওয়া ও তার ফলাফল তার কাছ থেকে হওয়াটা জানা ও তার কাছে নিজেকে নুয়ানোটা একান্তভাবে সংশ্লীষ্ট।

তাওয়াক্কুলকারী ও না কারী ব্যক্তির উদাহরণ সমুহ নিম্নের ঘটনায় মিলে যায়।

সময় প্রেক্ষাপটে দুইজন লোক যেমনটি তাদের কোমরে তেমনী মাথায় অতি বোঝা বহন করতঃ জিনিসপত্র নিয়ে বড় এক জাহাজে একটি টিকেট নিয়ে তারা প্রবেশ করেছে। একজন কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় আসবাবপত্রের থলিকে জাহাজের একস্থানে রেখে উপরে বসে বসে সবকিছু পরিলক্ষন করছে। আর অন্যজন যেমনটি আহমাক্ব তেমনি আত্মহংকারী হওয়ার ধরুন তার বোঝাকৃত সামগ্রী প্রথম লোকের ন্যায় তাকে বলা হল এই ভারী বোঝাকে নীচে রেখে তুমি আরাম কর। সে বলিল না আমি বহন করে যাব। কোথাও রাখবনা। আমার মাল হয়তু হারিয়ে যাবে। আমার শক্তি সামর্থ আছে আমার মাল আমি আমার কোমরে মাথায় বহন করতে সক্ষম এবং এভাবে সংরক্ষন করব। তাকে আবারও বলা হল আমাদেরকে ও আপনাকে হেফাজত করার ক্ষমতায় আমাদের বহনকারী এই জাহাজ আরও শক্তিবান। আরও বেশি সংরক্ষন ক্ষমতা রাখে। বরং তুমার মাথা ঘুরবে বোঝার সাথে সাথে তুমিও সাগড়ে পড়বে। আর এভাবে চলিলে তুমার ক্ষমতাও হারিয়ে দুর্বল হয়ে যাবে। এই আনম্য প্রবর্ত্তনীয় কোমর আর তোমার এই বুদ্ধীহীন মাথা এভাবে চলতে থাকলে যে ব্যাথা তৈরী হবে পরে আর এই বোঝা বহন করার ক্ষমতা তুমার থাকবে না। আর আমাদের জাহাজের ক্যাপ্টেন ও যদি তোমাকে এই অবস্থায় দেখেন, তাহলে হয়তু তোমায় পাগল বলে বিতাড়ন করবে, নতুবা খেয়ানতকারী বলে বলবে যে এই লোক আমাদের জাহাজের প্রতি দোষারোপ,অবহেলা করছে আমাদের সাথে টাঠ্রা বিদ্রোপ করছে লোকটাকে জেলে ডোকানো হোক বলে নির্দেশনা জারী করবে। একই সাথে সকলের কাছে তুমি তামাশা মশকরার পাত্রও হবে। তার কারণ হল সচেতনজনদের দৃষ্টি দুর্বলতাকে প্রদর্শনকারী অহংকারের সাথে অক্ষমতাকে প্রদর্শনকারী আমিত্বের সাথে লোক দেখানো ও অপদস্থাকে প্রদর্শনকারী অনাকাংখী আচরনের সাথে তুমি নিজেকে জনগণের কাছে হাসির পাত্র হিসেবে বিবেচিত হবে, তখন এমনটি ভেবে সবাই তুমার প্রতি অবহেলায় হাসবে, এগুলো বলার পর ঐ বেচারা যাত্রীর মাথায় বুদ্ধীশক্তি হল, হোস এলো, বহনীয় বোঝাকে নিচে রাখল পরে সে উপরে বসল। অহ আল্লাহ তোমার উপর সন্তুষ্ট হোন। আমাকে অনর্থক কষ্ট থেকে, জেল থেকে, মানুষের মশকরার পাত্র হওয়া থেকে বাচালাম এভাবে বলিল। অতএব, হে তাওয়াক্কুহীন মানুষ! তুমিও লোকটির ন্যায় সচেতন হও, নির্ভর কর যাতে করে সমস্ত দুনিয়ার ভিক্ষাবৃত্তি থেকে এবং সকল দূর্ঘটনার সম্মুখে কম্পন থেকে মনোরঞ্জন থেকে এবং মশকরা থেকে ও পরকালীন অভিযোগ থেকে এবং দুনিয়ার তামাসাসমুহ থেকে যেন নিজেকে বাঁচাতে পারো।

চতুর্থ নুকতা: ঈমান মানুষকে মানুষ বানায় এমনকি ঈমান মানুষকে সুলতান ও বানায়। এমনটি যখন হয়, তখন মানবের সুইচ্ছামী দায়ীত্ববোধকে পরিশোধিতকারী হল ঈমান ও দোয়া অন্যদিকে কুফুর মানুষকে অতিমাত্রায় অক্ষম এক জানোয়ার রূপি প্রাণিতে রূপান্তরিত করে।

এই মাসআলার হাজার হাজার দলীল প্রমাণ সমুহ থেকে কেবল প্রাণী ও মানুষের জীবনে আগত যতপ্রকার প্রার্থক্য সমুহ বিদ্যমান এগুলোর থেকে এই অলোচ্য বিষয়টি স্পষ্টত একটি প্রমাণ বহন করে এবং একটি প্রমাণীক উদাহরণ ও বহন করে। হাঁ, মানবতা ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়াতে মানুষের সাথে প্রাণীদের জীবনের দুনিয়াকে উন্নতীর পার্থক্যাবলীকে উপস্থাপন করে। তার কারণ হল, একটি প্রাণী দুনিয়াতে আসার কালে এমন অবস্থায় প্রকাশ পায় যেন স্বভাবত অন্য কোন দুনিয়ায় সে পূর্ণতা অর্জন করার ন্যায় তার গতিময় যোগ্যতার দৃষ্টিতে যেন সে পরিপূর্ণ অর্জন করা অবস্থায় আসে অর্থাৎ তাদেরকে এখানে প্রেরণ করা হয়েছে। ফলশ্রুতীতে হয়তবা দুই ঘন্টা বা দুই দিনে নতুবা দুই মাস, সমস্ত জীবন যাপনীয় শর্তাবলীকে এবং কায়েনাতের সাথে সংশ্লীষ্ট হওয়াকে এবং জীবনের বিধানবলীকে শিখতে পারে। অভিজ্ঞতার নিরিখে বিজ্ঞতা অর্জন করে মানুষের বিশ বছরে অর্জিত সামাজীক যোগ্যতাকে এবং পরিচর্চায় শিষ্টাচারীতাকে বিশ দিনে যে সক্ষমতা অর্জন করে মৌমাছির ন্যায় এক প্রাণি তা অর্জনে সক্ষমতা দেখাতে পারে। অর্থাৎ তার ভিতরে এই সক্ষমতা ঢালিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ প্রাণীর মৌলীক দায়ীত্বকে শিক্ষা ও শিখার দ্বারা পরিপূর্ণ হয় না এবং পরিচয় পরিচিতির দ্বারা উন্নীত হওয়া বুঝায় না এমনকি তার আসল অক্ষমতা প্রদর্শনের দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা দোয়া করার আবয়ব প্রকাশ উদ্দেশ্য নহে। বরং তার দায়ীত্বকর্ম যোগ্যতার দৃষ্টিকোণের থেকে কর্ম সম্পাদন আমরন করা বুঝায়, এখানে কর্মের সাথে সম্পৃক্ত ইবাদত হল সংশ্লিষ্টময়। এবারে যদি মানুষকে নিয়ে চিন্তা করি, তাহলে দুনিয়ায় উন্নীত হওয়ার সাথে সবকিছু শিখার প্রেক্ষাপটে সে মুহতাজ। এবং জীবন যাপনীয় নীতিমালাতে সে কিছুই জানে না জাহিল। এমনকি বিশ বছরেও সবকিছু অর্জন করতে সক্ষম নহে। বরং জীবনের শেষ কাল পর্যন্ত শুধু শিখতেই মুহতাজ থাকে। একি ভাবে এই মানুষ যে অতি অক্ষম ও দুর্বল এমন এক আকৃতিতে তাহাকে দুনিয়াতে প্রেরণ করত: এক দুই বছরে সর্বোচ্ছ হাটা চলাটা মাত্র শিখতে পারে। পনের বছর কালে সর্বোচ্চ ভাল ও মন্দ এর প্রভাবটা কেবল পার্থক্য করতে পারে।মানবীক জীবন যাপনের সামাজীক চালচলন থেকে সর্বোচ্চ উপকার কোনটি তাহাকে অর্জনের চেষ্টা আর অনুপকারী থেকে দূরে থাকাটা অর্জন করতে পারে। এর অর্থ দাড়ায় যে মানবের স্বভাবটাই দায়ীত্ব কর্মবোধতা শেখার সাথে পরিপূর্ণতা পায়। দোয়ার সাথে ইবাদাতের অংশিদারী হয়। অর্থাৎ কার এমন দয়া ও কৃপার দ্বারা এমনটি হতে পারা ও করতে পারতেছি? এমন কে-ইবা আছে যার দয়া পরশে এমনটি অনুগ্রহের ছায়াতলে বন্ধু সুলভ যোগ্যতা, দক্ষতা অর্জনকারী হতে পারতেছি? কিভাবে কেউ একজনের স্নেহমতায় এরকম সহজতরভাবে সাহায্য অর্জন ও জীবন যাপন করতে সক্ষম হচ্ছি? এমন সব কিছু জানা এই মানুষের জন্যে একান্ত আবশ্যকীয় এবং তারই কাছে হাজার হাজার সাহায্যকারী থেকে যিনি একাই এতটা ক্ষমতাবান যত প্রয়োজন তাই তার কাছে অনুনয়-বিনয় করা একান্ত জরুরী। এবং তারই কাছে চাওয়া ও প্রার্থনা করা আসলেই তো সর্বোচ্চ মানের যুক্তিক ব্যাপার এটা। অর্থাৎ অক্ষমতা ও দরিদ্রতা দুর্দশাকে উপস্থাপন করত: তারই সাহায্য নিয়ে সর্বোচ্চ মাকামে অবস্থান নেওয়ার লক্ষে উড়াল দেওয়া অর্থাৎ মানুষ এই দুনিয়াতে দোয়া ও শিক্ষার দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়ার জন্যে এইখানে এসেছিল। মহাত্মতা ও যোগ্যতার বিবেচনায় সবকিছুই ইলমের সাথে সংশ্লীষ্ট, আর সমগ্র হাক্বিক্বি জ্ঞানের মূলভীত্তি ও উপাদান ও আলো এবং আত্মা হল মহান আল্লাহর পরিচয় জানা এবং তার মৌলিক উসুল হল আল্লাহর উপর ঈমান আনা অন্য কিছু নহে।

তথাপি মানুষ সীমাহীন অক্ষমতার সাথে অসীম বিপদাপদের সম্মুখীন এবং অসংখ্য দুশমনের অক্রমনে আক্রান্ত। এমনকি, সীমাহীন স্বভাবের সাথে সাথে অসীম প্রয়োজনের প্রতি বন্ধী ও অসংখ্য চাওয়া পাওয়ার প্রতি ধাবিত ও মুহতাজ হওয়ার ফলে তার মৌলীক স্বভাবজাত দায়ীত্বকর্মবোধের কর্তব্য হল ঈমানের পরে দোয়া। এখন যদি দোয়া নিয়ে চিন্তা করি, এটা হল মৌলীক ও ভীত্তিগত ইবাদত। যেমন কোন শিশুর হাতে সে অর্জন করে নিতে পারেনা এমন কোন বিষয়ে সে হাতে পাওয়ার জন্যে হয় সে ক্রন্ধন করা শুরু করে, নতুবা চাইতে শুরু করে। অর্থাৎ হয় ক্রিয়া দ্বারা অর্জন নতুবা বলার দ্বারা অর্জনের চেষ্টা করবে। এটা ও আবার ভাষার অক্ষমতার সাথে তার তরে দোয়া হিসেবে বিবেচিত। পরিশেষে, শিশু তার উদ্দেশ্য অর্জন করতে উপযোগী হয়। একইভাবে মানুষ সমস্ত এই কুলজীবের মধ্যে আলতো, লঘু ক্ষিপ্রতার ক্ষেত্রে একটি শিশু তুল্য অন্য কিছু নহে। মহান মায়াময়ের দরগাহে হয়তু দুর্বলতা ও অক্ষমতার দ্বারা তার কাছে ক্রন্ধন করা নতুবা দরিদ্রতা ও প্রয়োজনীয়তার জন্যে দোয়া করা একান্ত অপরিহার্য। যাতে করে তার উদ্দেশ্যাবলী যেন অনুগত হয়। নতুবা অধিকরনের কৃতজ্ঞপূর্ণতায় তা অর্জন করতে পারে। এমনটি না হলে এখন তা একটি মাছির ন্যায় ভেনভেন করার ন্যায় আহম্বাক ও দৃষ্টতার দৃষ্টিতে একটি শিশুর ন্যায় আচরণ করে এমন যে, আমি আমার ক্ষমতার দ্বারা এই অনুগত না হওয়ার ব্যাপার এবং হাজার তুল্য শক্তিশালি এর চাইতে অন্য আনুকা বস্তু বিষয়াদিকে অধিকরনের ইচ্ছা পোষন করছি এবং আমি আমার চিন্তা ও চেতনার দ্বারা আমি আমাকে এমন কিছু অর্জনে অনুসরণ করাচ্ছি এভাবে বলে চেষ্টা চালিয়ে গিয়ে নেয়ামতের বিরুদ্ধে নীজেকে স্থাপন করাটা মানবতার মৌলীক ও স্বভাবজাত ফিতরাতের বিপরীত হওয়াটার ন্যায় শক্ত ও কঠিন এক শাস্তির সম্মুখীন নিজেকে করতে বাদ্য করা ছাড়া অন্য কিছু বুঝায় না।

পঞ্চম নুকতাঃ ঈমান হল এই দুনিয়ার জন্যে এক অকাট্য মাধ্যম হিসেবে প্রয়োজনের দাবী রাখা এবং মানবতার ফিতরাতী, স্বভাবজাতের চাহিদা। এই ঈমানকে কঠোরভাবে অন্বেষন করার ন্যায় আল্লাহরও তোমাদের দোয়া না করাটাতে কিই বা আসে যায় এমন অর্থ বোধক আয়াত ফরমান করেছেন। একি সাতে এও ফরমান করেছেন

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّى لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ (ফুরকান ৭৭) اُدْعُونِى اَسْتَجِبْ لَكُمْ (গাফির ৬০)

(বলুন আমার পালঙ্করতা পরওয়া করেন না যদি তোমরা তাঁকে না ডাক) (আমায় তোমরা ডাক তাহলে আমি জওয়াব দিব)

এখন যদি প্রশ্ন কর যে, অসংখ্যবার দোয়া করছি কিন্তু গ্রহণ হচ্ছেনা অথচ আলোচ্য আয়াত হল সার্বজনীনক্ষেত্রে সকল দোয়ার জবাব বিদ্যমান আছে এটাই ব্যাখ্যা করছে।

উত্তরঃ জবাব দেওয়া এক কথা আর গ্রহণ করা হল অন্য বিষয়। সকল প্রকার দোয়ার জবাব বিদ্যমান আছে, কিন্তু গ্রহণ করাটা এবং দোয়ার উদ্দেশ্যটাকে প্রদান করা এটা হল মহান প্রতিপালকের হিকমতের সাথে সংশ্লিষ্ট। উদাহরণ হিসেবে যেমন, অসুস্থ কোন শিশু যদি বলে যে, হে ডাক্তার! আমার দিকে লক্ষ কর। ডাক্তার বলে হে শুনছি...... কি তুমি চাও? উত্তরে শিশু বলে যে, আমাকে পানীয় ঔষধ দেও। তখন ডাক্তার হয়তু শিশুর ইচ্ছানুযায়ী ঔষধ দিবে নতুবা শিশুর রুগের অবস্থার প্রেক্ষিতে ইচ্ছাকৃত পানীয় ঔষধ থেকে আরও ভাল ঔষধ দিবে। অথবা শিশুর রোগের জন্যে ক্ষতিকর হতে পারে বলে কিছুই দিবেনা। ঠিক এরকম মহান আল্লাহ সার্বজনীন ক্ষমতাধর মহান হাকিম যিনি সবকিছুতে হাজির ও সবকিছু দেখেন, এই জন্যে বান্দার দোয়ার জবাব দেন। একাকার ও জনশুন্য দূরাবস্থাকে স্বয়ং কুদরতী ক্ষমতার মাধ্যমে এবং উত্তরের দ্বারা মানবীয় বিস্মৃততাকে রুপান্তর করে দেন। কিন্তু মানুষের সম্বন্দীত মনোবাসনার তরে এবং তার ইচ্ছা করার ন্যায় নহে বরং খোদায়ী

হিকমতের চুড়ান্ত কৌশলী প্রেক্ষাপটের ধারাবাহিকতায় হয় (১)ইচ্ছাকৃত উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করেন নতুবা (২)আরও উৎকৃষ্টময় কিছু প্রদান করেন যা বান্দা কল্পনা করে নাই (৩)নতুবা কিছুই দেন না।

উপযুক্ত দোয়াও হল মহান এক ইবাদাত, আর ইবাদাত হওয়ার ধরুন তার ফলাফল ও পরকালীন হয়। সবার দুনিয়াবী মাকসাদ যখন দোয়াতে হয় তখন ঐ প্রকার দোয়া ও ইবাদাতের সময় হিসেবে বিবেচিত। ঐ মাকসাদ সমুহ মৌলীক উদ্দেশ্যের সাথে সম্বন্দীত নয়। যেমন- বৃষ্টির জন্যে দোয়া ও নামাজ হল এক ইবাদাত, এখানে বৃষ্টি না হওয়াটা হল ঐ ইবাদাতের সময় নতুবা ঐ দোয়া ও ইবাদাত আসলে বৃষ্টিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো বা আনার জন্যে নহে। আর যদি এই নিয়্যতেই শুধু দোয়া করা হয় তাহলে ঐ দোয়া ও ঐ ইবাদাত খালিছ না হওয়ার কারণে কবুল ও হবে না। যেমনটি সূর্যের আস্তমিত হওয়াটা হল মাগরীবের নামাজের সময়। একিই ভাবে সূর্যের ও চাঁদের আবর্তনের অবস্থান কুছুফ ও খুছুফ নামাজদ্বয়ের বিশেষ সময়কে নির্দেশনা করে। অর্থাৎ রাত ও দিনের নূরানী নিদর্শনাবলীর পর্দাকৃত করার দ্বার একটি এলাহীর আজমতকে, মর্যাদাকে মাধ্যম ধরে কারন হওয়া জনাবে আল্লাহ তার বান্দাকে এবং সময়ের মধ্যে এক প্রকার ইবাদাতের দাওয়াত বা আহবান করছেন। নতুবা ঐ নামাজ যার সময় আসা এবং কতক্ষন তা চালিয়ে যাওয়াটা আষ্ট্রনমি এর হিসাবে নির্দিষ্ট হওয়া চন্দ্র ও সূর্যের সাথে সম্পৃক্ত খুছুফ নামাজের বহি:প্রকাশ করার জন্যে মূলত নহে। ঠিক এই উদাহরণের ন্যায় বৃষ্টি না হওয়াটা ও বৃষ্টির নামাজের সময় হিসেবে সাব্যস্থ। এবং বালা মুসিবতের দূরীভূত হওয়া এবং অনিষ্ট বস্তু-বিষয়াদী এর থেকে মুক্তিসমূহ যা অধিকাংশ দোয়া সমূহের নির্দিষ্ট এক সময় যে, মানুষ ঐ সময় সমুহে স্বীয় অক্ষমতা বুঝতে সক্ষম হয়, এখন সে দোয়া দুরুদের মাধ্যমে মহান কাদিরে মুতলাক্ব আল্লাহর কাছে তার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আবার যদি অসংখ্যবার দোয়া করার পরও মুসিবত চলে না যায়, তাহলে এটা বলা যাবে না যে, দোয়া গ্রহণ হয় নাই। বরং বলা হবে যে, দোয়ার ওয়াক্ত কাযা হয় নাই। আর যদি মহান আল্লাহ তার ফজল ও করমের দ্বারা বালা মুসিবতকে দূরীভূত করে দেন তাহলে তো উজ্জলের উপর উজ্জল (নূরুন আলা নূর) ঐ সময় দোয়ার ওয়াক্ত শেষ হল কাযা হয়ে গেল। অর্থাৎ দোয়া হল একটি ইবাদাতের সুক্ষ রহস্য।

এবারে দোয়াকে ইবাদাত হিসেবে চিন্তা করলে স্পষ্ট হয় যে, এটা যে খালিছ নিয়্যাতে হয় ও হওয়া আবশ্যকীয়। স্বীয় অক্ষমতাকে তুলে ধরে একান্ত মগ্নচিন্তায় তাহার কাছে প্রার্থনা আশ্রয় কামনা জরুরী। তবে পালন কর্তার প্রতিপালনে যেন অবশ্যই আমরা মিশ্রিত না করি তিনি তারটা করবেন। হিকমতপূর্ণ ভাবে তার উপর নির্ভশীল হওয়া অত্যাবশ্যকীয় তার রহমতের দিকে একটি ফুটা থেকে ও নিরাশ না হওয়া আবশ্যক। হ্যাঁ, বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে কোরআনের অকাট্য আয়াতের বর্ণনায় প্রমানীক উপস্থাপনের ধারাবাহিকতায় যা ফুটে ওঠে সমগ্র অস্তিত্যময় সবকিছু যার প্রত্যেকটি একেকটি বিশেষ তাসবিহ, একেক বিশেষ ইবাদাত, বিশেষ সিজদা প্রদানের ন্যায় সমগ্র কায়েনাত থেকে এলাহীর দরগাতে গত হওয়া একটি দোয়া হিসেবে সাব্যস্থ। এখন যদি ইবাদাত হিসেবে চিন্তা করা হয়, তাহলে হয়ত যোগ্যতার ভাষায় তা সাব্যস্ত হবে এটা এমন যে, যা সমস্ত দোয়ার ন্যায় যে, প্রত্যেকেই একেক যোগ্যতা সম্পন্ন স্বীয় ক্ষমতা পন্থায় তার ভাষায় মহান আল্লাহর ফয়েজ ও বরকত থেকে একটি আকৃতি অন্বেষন করছে এবং মহান আল্লাহর গুণীয় নাম থেকে এক তাসবিহ আদায় করত: এক আলোরশ্মীর প্রস্ফুটন নতুবা এটা এমন ভাষা যা স্বভাবজাত প্রয়োজনের সাথে সম্বন্ধীদ যা সমগ্র প্রাণীকুলের একান্ত আবশ্যকীয় প্রয়োজনাদীর জন্যে যা স্বীয় ক্ষমতার ভিতরে নহে এমন দোয়া সমূহ থেকে যে, প্রত্যেকেই ঐ স্বভাবজাত প্রয়োজনের ভাষায় মহান জাওয়্যাদে মূতলাক আল্লাহ থেকে জীবন যাপনের জন্যে এক প্রকার রিযিকের হুকুমে থাকা অনেক উদ্দেশ্যের আগ্রহী পূর্ণ দোয়া প্রার্থনা তারা করে। নতুবা এই

ইবাদাতটা তাদের মজকুরীয়্যাত বা বাদ্যগত ভাষা ব্যবহৃত দোয়া এটা এমন যে, বাদ্য হওয়া প্রত্যেক প্রাণী অকাট্য ও মজবুত দরদী পন্থায় আশ্রয় প্রার্থনা করতঃ দোয়া করে। তার দোয়া হয় এক মহান অদৃশ্য বিচারকের কাছে সে রবেব রাহিমের প্রতি সম্বোতন করতঃ দোয়া করে এই উল্ল্যেখীত তিন শ্রেণীর দোয়া কোন প্রকার বাধা না থাকলে সর্বাবস্থায় এই দোয়া গ্রহণীয় হয়।

চতুর্থ নাম্বার আরেকটি দোয়া এমন যে, যা সবচেয়ে প্রসিদ্ধ দোয়া এটা হল আমাদের দোয়া। এটাও দুই প্রকার **এক**. কর্ম সূলভ ও অবস্থা সূলভ **দুই**. অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত ও কথার সাথে সম্পৃক্ত। উদাহরণ স্বরূপ মাধ্যম বা কারণ সমুহের প্রতি সম্বোদন করতঃ পরিনতিকে সম্পৃক্ত করা একটি কর্ম সুলভ দোয়া হিসেবে বিবেচিত। তাই কারণ বা মাধ্যম সমুহের একত্রিত করণের দ্বারা এটা প্রমাণ উদ্দেশ্য নহে যে, এই কারনই হল ফলাফলের মূল হোতা। বরং অবস্থার ভেধের সাথে ফলাফল বা পরিনতিকে জনাবে আল্লাহর কাছ থেকে চাওয়ার জন্যে একটি সন্তুষ্ট করা যায় এমন এক দায়ীত্বকে গ্রহণ করা অন্য কিছু নহে। এমনকি লাঙ্গল চাষ করার অর্থ হল রহমতের দরজায় টুকর দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু নহে। এই প্রকার কর্মসূলভ দোয়া হল এখানে মহান জাওয়্যাদে মুতলাক আল্লাহর নাম ও তার দয়ার শিরোনামের প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়ার কারণে এমন দোয়া গ্রহণ হওয়ার বিবেচনার দিক দিয়ে বেশির ভাগই গ্রহণীয়।

আবার দ্বিতীয় প্রকার যা কথা বা ভাষার সাথে সম্পৃক্ত দোয়া। অন্তস্থল দিয়ে যে দোয়া করা হয়। এটার রূপ হল এমন যে, কোন বস্তুকে স্বীয় হাতের নাগালের মধ্যে না পাওয়া, বাহিরে থাকা, এমন কোন কিছুর জন্যে দোয়া করা। এই জাতীয় দোয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ও উদ্দেশ্যপূর্ণ চূড়ান্ত মিষ্টিময় ফল হল এমন যে, দোয়াকারী ব্যক্তি সে বুঝে যে কেউ একজন আছেন। তারই সংস্পর্শ সে তার অন্তরে চোয়া পায়, শ্রবণ করে। ঐ সত্তা যে, সবকিছুকে হাতের নাগালের মধ্যে রাখেন, দিতে পারেন। তিনি সমস্ত আশা আকাংখাকে তার স্বীয় স্থলে স্থানান্তরীত করতে সক্ষম। অক্ষম ব্যক্তিকে দয়া করেন এবং দরীদ্রকে সাহায্য করেন।

সুতরাং হে সক্ষম মানুষ এবং হে দরিদ্র মানব! দোয়ার ন্যায় রহমতের খাজীনার চাবিকাঠিকে এবং যা শেষ হওয়ার নহে এমন এক শক্তির প্রতি মাধ্যম হওয়া এক মাধ্যমকে স্বীয় হাত থেকে দুরে সরিয়ে দিওনা। কাছে যাও। মানবতার সর্বোচ্চ শিখড় (আলায়ে ইল্লিয়ীনে) প্রবেশ করো, একজন সুলতানের ন্যায় সমগ্র কায়েনাতের দোয়া সমুহকে তুমি স্বীয় দোয়ার মধ্যে নিয়ে আস, একজন সার্বজনীন মায়াবী বান্দা এবং একজন অনির্দিষ্ট ওকীলের ন্যায় বলো اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ কেবল তোমারই আমি সাহায্য চাই। ফলে এই কুল কায়েনাতের মহা সৌন্দর্যময় এক ক্যেলেন্ডার হিসেবে নিজেকে বিবেচিত করবে।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ

মানুষের আনন্দ ও কষ্টের সাথে সংশ্লীষ্ট মাধ্যম হওয়া পাঁচটি নুকতার সাথে এই আলোচনা সম্পৃক্ত। মানুষকে সবচেয়ে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করনটা এবং তাহাকে অতি পূর্নাঙ্গ এক যোগ্যতা প্রদানের কারণে সে সর্ব নিম্নস্থ থেকে সুমহান সর্বোচ্চ স্থলে, দুনিয়া থেকে সুদুর আরশ পর্যন্ত, অনু থেকে সুউচ্চ এই আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া স্থর সমূহের অবস্থানে এই মানুষ প্রবেশ করতে পারে এবং নিমজ্জিত ও হতে পারে। এ যেন এক পরীক্ষার ময়দানে তাহাকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। অত্যান্ত নিরব ও সুউচ্চ পথে সীমাহীন রাস্তা এই মানুষের সামনে খোলা হয়েছে, যা একটি কুদরতী মুজীযা এবং সৃষ্টির ফলাফল এবং শিল্পের শিল্পায়নে এই আকশ্মীক

শিল্প হিসেবে এই মানবকে এই দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে। সুতরাং মানুষের এই আক্রমনাত্মক উন্নতীকর ও অবনতীর রহস্যকে **পাঁচটি** নুকতায় বর্ণনা করব।

প্রথম নুকতা: মানব কায়েনাতের অধীকাংশ প্রজাতীর প্রতি মুহতাজ এবং সংশ্লীষ্টপূর্ণ। দুনিয়ার প্রয়োজনাদীর সর্ব দিকে এই মানব বিস্তৃত, তার ইচ্ছা আগ্রহ সীমাহীনতার দৃষ্টিতে ছড়িয়ে আছে। মানুষ একটি ফুলকে যেমন চায় তেমনী চিরস্থায়ী এক জান্নাতকে ও পেতে আগ্রহী। একজন বন্ধুকে দেখার মমতা যেমন লালন করে তেমনী মহান জামীলে-যুল-জালাল আল্লাহকে ও দেখতে ইচ্ছা পোষন করে। অন্য এক বাসস্থানে অবস্থানকারী প্রিয় মানুষকে সাক্ষাত করতে যেমন কামনা লালন করে তেমনী ঐ ঘরের দরজা খোলার আগ্রহী হওয়ার ন্যায় কবরের জীন্দেগী বহনকারী শততে নিরান্নব্বই দোস্ত-আহবাবগনকে যিয়ারত করতে, সাক্ষাত করতে এবং চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ থেকে রক্ষা করনার্তে বিশাল এই দুনিয়ার দরজাকে বন্ধ করা হবে এবং এক মহান হাসরের স্থলে যা অত্যান্ত আকস্মীক এক স্থল এর দ্বারা পরকালীন দরজাকে খোলা হবে, দুর্নিয়াকে পরিবর্তন করে পরকালের স্থলে স্থানান্তরীত হবে ও রাখা হবে এমন এক মহান কাদিরে মুতলাক্ব আল্লাহর দরগাহে এই মানুষ আশ্রয় প্রার্থনার্তেও মুহতাজ ও মুখাপেক্ষী। অতএব এমন পরিস্থিতে মানুষের জন্যে নিরেট একজন আসল মালিক থাকা আবশ্যকীয় যে, কেবলমাত্র সবকিছুর নিয়ন্ত্রন যার হাতে, সবকিছুর ধন-ভান্ডার তার কাছে। তিনি সবকিছুতে উপস্থিত ও প্রত্যক্ষকারী হাজির ও নাজির যিনি কোন স্থানের প্রতি মুখাপেক্ষী নহেন, অক্ষমতা থেকে পবিত্র, দোষত্রুটি থেকে পরিচ্ছন্ন, ভূল-ভ্রান্তি থেকে তিনি উর্ধে এক মহান কাদিরে যুল-জালাল, একজন রাহিমে যুল-জালাল, তিনি ঐ সত্ত্বা এই মানুষের মালিক হতে পারেন যিনি হাকিমে যুল-কামাল। তার কারণ হল, তিনি তো সীমাহীন মানবীক সর্বপ্রকার হাজতকে কৃপা করত: দূরীভূতকারী হবেন, তথাপী অসিম এক কুদরত ও সর্ব বিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট বেষ্টীত্তবান এক মহান প্রজ্ঞার অধিকারী হবেন যেহেতু মানবের এমন একজন মালিক প্রতিষ্টিত থাকা জরুরী তাহলে তো নি:সন্দেহে ঐ সত্ত্বার মাবুদ হওয়ার উপযুক্ততা তারই মধ্যে বিদ্যমান, মানুষ তারই ইবাদাতে মশগুল হওয়া অত্যাবশ্যকীয়।

সুতরাং হে মানবসকল: এখন যদি শুধুমাত্র তারই গোলাম হও, তাহলে সমগ্র সৃষ্টিকুলের মাঝে সর্বোচ্চ এক স্থর তুমি অর্জনকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। যদি তার ইবাদাত থেকে স্বীয় জীবনকে ভিমুখ কর, তাহলে অক্ষম এই সমস্ত সৃষ্টিকুলের প্রতি এক তুচ্ছ, লাঞ্চিত গোলামে রুপান্তরীত হবে। আবার যদি ঐ মহান সত্ত্বার নিয়ন্ত্রনে, ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল হয়ে তাওয়াক্কুল এবং ঐ মহান সত্ত্বার কাছে দোয়া করা থেকে বিরত থেকে আত্মহংকার ও দাবীপূর্ণ অভিযোগের মধ্যে বেষ্টিত হও, তাহলে ঐ সময় উৎকৃষ্ট এবং উত্তম মতবাদের দৃষ্টিতে মৌমাছি ও পিপড়ার চাইতে আর ও নীচে এবং মাছি ও মাকড়শাহর চাইতে আরও বেশি দুর্বল স্থলে পতিত হবে। অন্য দিকে অনিষ্ট ও বিধ্বংশীতার দৃষ্টিকোণে তুমি পাহাড় থেকে আরও ভারী, মহামারী থেকে আরও আক্রমত্মক ক্ষতিতে নিক্ষেপিত হবে।

অতএব হে মানুষ: তোমার মাঝে দুটি পথ আছে। একটি হল উদ্ভাবন অস্তিত্ব এবং ভাল ও হাঁ সুচক এবং ক্রিয়ার পথ। অন্যটি হল ধ্বংশ করন অস্তিত্বহীন মন্দ না সুচক, প্রভাবী প্রতিক্রিয়ার পথ। প্রথম পথ বা দিকের বিবেচনায় মৌমাছি থেকে, চুড়ুই পাখী থেকে নিম্নে মাছি থেকে ও নিচে মাকড়শাহ থেকে ও আর ও নিম্নস্থলে তুমি অবস্থানী এবং দুর্বল। দ্বিতীয় দিকের বিবেচনায় পাহাড়, ভুমী, আকাশ থেকে ও অতিক্রান্তকারী তুমি এগুলো যেভাবে অতিক্রমকারী এবং অক্ষমতা প্রকাশ করনের ন্যায় এক বিশাল বোমা বহন করবে। এগুলোর থেকে আরও প্রশস্থ আরও বিশাল এক ভার বহনকারী হবে। কারণ হল তুমি কোন ভাল কাজ ও উদ্ভাবন করার কালে কেবলমাত্র প্রশস্থতার দৃষ্টিপাতে তোমার হাত যতদুর লম্বা ঠিক ঐ পরিমানে তোমার ক্ষমতা পৌছাবে

এমন সীমানায় তুমি তোমার ভাল কিছু করা ও অবিস্কার করনটা হতে পারে এর চেয়ে বেশী নহে। আবার যদি বিধ্বংশী মূলক কিছু বা ধ্বংশাত্মক কিছু কর ঐ সময় ক্ষতিকর কাজের সীমালঙ্গনতা এবং তোমার কৃত অনিষ্টতার সীমা ছড়িয়ে বিস্তৃত হতে থাকবে।

যেমন= কুফুরি হল একটি বিনাশমুখী ধ্বংসের অঙ্গন। এটা হল বিধ্বংসীতা এক বিলোপ বিচ্ছেদের প্রতি সমর্থন। কিন্তু এই একটি মাত্র গুনাহ যা সমগ্র কায়েনাতের প্রতি অবহেলাকরন এবং এলাহীর গুণীয় নামসমূহের মিথ্যে সাবস্থকরন, হেয়করন যা সমগ্র মানবতার প্রতি অবজ্ঞা করাকে অন্তর্ভুক্ত করে। তার কারণ হল, এই অস্তিত্ব সৃষ্টি কুলের উচ্চতর এক মাকামে তাৎপর্যময় এক দায়ীত্ব বোধতা বিদ্যমান রয়েছে। অথচ এরা সকলে রাব্বানী চিটিসমুহের প্রতি এবং আল্লাহর নির্দেশের আওতাধীন কাজে কর্মরত অবস্থায় অস্তিত্যবান। এখন যখনই কুফুরির প্রভাব পড়বে, তখন এই কর্মচারীদেরকে তাদের কর্ম থেকে, তাদের দর্পন দর্শন থেকে, দায়ীত্ব থেকে অর্থবহুল অবস্থান থেকে নিম্নের দিকে অস্তমিত করত: কোন কিছু উদ্দেশ্যহীনতা এবং অনাকাংখী খেলা ধুলায় অবজাতে এবং বিলোপ ও বিচ্ছেদের বিধ্বংসীমুলক অতি দ্রুত অনিষ্টতায় নষ্ট করত: রূপান্তরকারী ক্ষনস্থায়ী উপাদান এবং মাহাত্মহীনতা ছাড়া কিছুই নহে, এমন এক স্থরে নিম্নগামী করার ন্যায় সমগ্র কায়েনাতে ও অস্তিত্যময় সৃষ্টিকুলের এবং সৌন্দর্যতা সমুহকে দর্শনকারী মহান এলাহীর পবিত্র নাম সমুহের প্রতি অস্বীকার করার সাথে সম্পৃক্ততা পেশ করে এবং মানবতা বলে যে কথা রয়েছে যা এলাহীর সকল গুনীয়বাচক নাম সমুহের ঔজ্জলতা সমুহকে আপ্লোতভাবে ঘোষনাকারী এক সুবিন্যাস্থ ছন্দময় কবিতার হিকমত এবং এক চিরস্থায়ী বৃক্ষের শাখা প্রশাখাকে একত্রকারী বীজের তুল্য একটি কুদরতি মুজেযার সাগর ও মহান আমানতদারীর ঐকান্তিক ঐকতাকে সংগ্রহ করার সাথে স্থান , গগন, পহাড়ের প্রতি উন্নতি প্রাধান্য পাওয়া এমনকি ফিরিস্তাদের বিপরীত ও স্বীয় অবস্থানকে উন্নীত করাকারী একজন দুনিয়ার নেতৃত্বদানকারী এই মানবিক মানব খলীফার স্থলে অধিকারী এর অবস্থান এমন হয় যে, সর্ব নিকৃষ্ট একটি প্রাণী থেকে আরও নিচু আরও দূর্বল ও অক্ষম, আরও বেশি দরিদ্র এক অতি নিম্নমুখী ক্ষেত্রের মধ্যে নিমজ্জিত হয়। এবং এই মহামূল্যবান মানবীয় ব্যক্তিত্ব কুফুরির কারণে বেহুদা ভেজাল মিশ্রিত অতি দ্রুত ধ্বংশপ্রাপ্ত একটি ধাবমান কাঠের টুকরার ন্যায় নিচের দিকে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে।

শেষকথা: নফসে আম্মারা যা ধ্বংশ ও বিচ্যুতির দিক দিয়ে সীমাহীন অপরাধ করে যেতে পারে। তবে উদ্ভাবন ও উত্তম ক্রিয়াকল্পে তার ধারন ক্ষমতা অতি সামান্য সীমিত এবং আংশিক বঠে। তবে অবশ্যই একটি ঘরকে একদিনেই ধ্বংশ করতে সক্ষম শত দিনেও তা আবার তৈরী করতে অক্ষম। কিন্তু ঠিক এই জায়গাতে নফসে আম্মারা যদি আত্মহংকারকে ছেড়ে দেয় উ'কৃষ্টতা ও অস্তিত্যকে যদি এলাহীর সাহায্যের প্রতি প্রার্থনা করে, মন্দ ও নিকৃষ্ট কর্ম থেকে এবং মনের মোতাবেক চলা থেকে নির্ভরতা যদি হ্রাস করতে পারে, বিরত থাকে, যদি সে ইস্তেগফার করত: পূর্ণ এক যথাযোগ্য বান্দা হতে পারে তাহলে ঐ সময়

يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ

(আল্লাহ মন্দ কৃততর্ম সমুহকে উত্তম কর্মে রূপান্তর করেন) ফুরকান ৭০

উক্ত আয়াতের অংশিদার হবে। তখন সীমাহীন মন্দপৃষ্ট কর্মের স্পৃহা অসীম উত্তম কর্মে রূপান্তরীত হবে। আহসানে তাক্বীম (উত্তম কাঠামো) এর মূল্যায়নে মর্যাদার আসনে সীমাহীন হয়।

সুতরাং হে গাফিল মানুষ! তুমি লক্ষ কর, মহান আল্লাহর ফজল ও করমের প্রতি যেখানে গোনাহ একটি করার স্থলে হাজারটা লেখা ও নেকীর কাজ একটির বদলে একটি লেখা নতুবা একটি ভাল কাজের কোন মুল্যই নেই গোনাহ বেশী হওয়ার স্থলে কিছুই না লেখাটা স্বাভাবিক, একটি ন্যায় পরায়নতা হওয়ার অবস্থায় মহান পালনকর্তা একটি গুনাহের স্থলে এক আর ভাল কাজের স্থলে দশ কখনও সত্তর আবার কখনও সাতশত আবার কখনও সাত হাজার লেখেন। তথাপি এই ব্যাপার থেকে তুমি বুঝো যে, ঐ পেরেশানীময় জাহান্নামে প্রবেশ করাটা মূলত আমলের প্রতিদান হিসেবে একইভাবে সুবিচার। কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ করার কারণ হল আল্লাহর কৃপা ও ফজলের অনুদান অন্য কিছু নহে।

দ্বিতীয় নুকতাঃ মানুষ দুটি পথের পথিক্ **এক.** আমিত্যের দৃষ্টিপাতে এই দুনিয়ার জীবনকে দর্শনকারী। **দুই.** ইবাদাতের দৃষ্টিপাতে পরকালীন জীবনের প্রতি লক্ষকারী। প্রথম দিকের বিবেচনায় মানুষ এমন এক অপারগ ব্যক্তি যে, যার গতিময় ধাপ কেবল ইচ্ছা শক্তি থেকে নিচু এক খানা চুলের ক্ষমতার ন্যায় আংশীক এক ইচ্ছা শক্তিকে ও ক্ষমতা থেকে দুর্বল এক অর্জন এবং জীবনের রীতিনীতি থেকে খুবই দ্রুত বিলীন হওয়া এক সাময়ীক জ্যোতি, এমনকি জীবন থেকে দ্রুত অতিক্রমকারী এক সাময়ীক ও অস্থিত্ব প্রাবনতা থেকে শীঘ্রই চুড়মার হওয়া ছোট এক কল্পিত দেহ ছাড়া অন্য কিছু নহে। ঐ অবস্থার সাথে সাথে কায়েনাতের স্থরভেদে বিস্তৃত সীমাহীন শ্রেণীর অপরিমিত ব্যক্তি সত্ত্বা থেকে দূর্বল এক ব্যক্তি হিসেবে পাওয়া ছাড়া মানুষের অন্য কিছুর কোন অস্থিত্ব নেই এই প্রথম পথে।

আবার দ্বিতীয় পথের বিবেচনায় এবং বিশেষতঃ ইবাদাতের প্রতি প্রবনপ্রিয় অক্ষম ও দরিদ্রতার দৃষ্টিপাতে অনেক বড় এক প্রশস্থতা অর্জন রয়েছে। এখানে অনেক উচ্চমানের এক তাৎপর্য ও মাহাত্ম পাওয়া যায়। তার কারণ হলো- মহান ফাতিরে-হাকিম আল্লাহ মানুষের আধ্যাত্মীক মাহাত্মতার অসীম মূল্যবান বিশাল এক অক্ষম এবং সীমাহীন দেহাবয়ব এক দরিদ্রতা স্থরান্নীত করেছেন। যাতে করে কুদরতে এলাহীকে সীমাহীন একজন কাদিরে রাহীম এবং ধনাঢ্যতাকে অসীম একজন গনীয়ে কারীম এক মহান সত্ত্বার অপরীসীম উজ্জলতায় একজন বেষ্টিত প্রশস্ত এক আয়না যেন মানুষ হয়। এমনটি হল এই দ্বিতীয় পথ।

যাই হোক মানুষ একটি বীজের ন্যায় তুল্য। যেমনটি ঐ বিচি কুদরতে এলাহী থেকে আধ্যাত্মীক ও তাৎপর্যময় অংশাবলী সুক্ষ থেকে সুক্ষ্য ও পাতলা এবং মহামুল্যবান প্রোগরাম অর্জন করছে ও প্রদান করা হয়েছে। এতে করে যেন এই বীজ মাঠির নিচে কর্ম থেকে সু-দুর ঐ মাঠির নিচের সংকীর্ন দুনিয়া থেকে বের হয়ে প্রশস্থ হওয়া বাতাসের দুনিয়াতে প্রবেশ করতঃ মহান স্রষ্টা থেকে সাহায্যের ভাষায় প্রার্থনা করতঃ একটি গাছ হওয়াটা চেয়ে সে যেন নিজেকে পূর্ণ যোগ্যতায় অর্জনকারী হয়। যদি এই বীজ স্বীয় চাহিদা মোতাবেক ব্যবহারের কারণে তাহাকে প্রদত্ত্ব আধ্যাত্মীক শক্তি মাঠির নিচে বেশকিছু মন্দপৃষ্ট গতিতে চলমান হয়, তাহলে ঐ সংকীর্ণ মাঠির নিম্নস্থলে অল্প এক সময়কালে বেহুদা ভাবে নষ্ট হয়ে শুকিয়ে চুড়মার হয়ে যেত। তাই যদি ঐ বীজ ঐ আধ্যাত্মীক শক্তিকে

فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى

(তিনি বীজ ও আঠি থেকে অ:কুর সৃষ্টিকারী) আনআম ৫৯

উক্ত আয়াতের নির্দেশিত হুকুমের তাবেদার হয়ে উত্তম গতিপ্রবন প্রিয় হয়, তাহলে মানুষ ঐ তলদেশের সংকীর্ণ দুনিয়া থেকে বের হতে পারবে, বিশাল এক ফল দায়ক বৃক্ষ হওয়ার পাশাপাশি ছোট্ট এক হাক্বিক্বাতের এবং আধ্যাত্মীক রুহকে বড় ও বিশাল এক সার্বিক হাক্বিক্বাতের আকৃতিতে অবস্থান নেওয়ার কথা।

সুতরাং হুবহু এই বীজের ন্যায় মানুষের তাৎপর্যতাকে কুদরতের সামর্থময় প্রদত্ত্ব শক্তি এবং কষ্ট থেকে ভাগ্যাকাশের আর ও বেশী মূল্যবান প্রোগ্রাম সমূহ এই মানুষকে আমানত হিসেবে দেওয়া হয়েছে। এখন যদি এই মানুষ এই সংকীর্ণ পৃথিবীতে দুনিয়ার জীবনকে মাঠির নিচের মধ্যে ঐ আধ্যাত্মীক শক্তি স্বামর্থকে মনোবাসনার চাহিদানুযায়ী খরচ করে, তাহলে ধুলিস্যাৎ হওয়া, চুড়মার হওয়া ঐ বীজের ন্যায় কেবল এক আংশিক স্বাদের জন্যে অল্প ও সংকীর্ণ এক জীবনে এবং সমস্যাগ্রহ এক অবস্থাতে চুড়মার হয়ে, শুকিয়ে আধ্যাত্মীক জবাবদিহিতার দূর্ভাগা এক রূহের অন্তর্ভুক্ত হবে। এই দুনিয়া থেকে হেয়ালীময় ছফর শেষে এমনিতেই চলে যাবার কথা।

আবার এই মানুষ যদি ঐ মহান আধ্যাত্মীক যোগ্যতাকে ইসলামের পানী দ্বারা, ঈমানের আলো দ্বারা ইবাদাতের মাঠির নিচে জীবন যাপন করত: ক্বোরআনের হুকুম সমূহকে মান্য করে আধ্যাত্মীক প্রদত্ত্ব শক্তিকে মৌলীক উদ্দেশ্যের সাথে সম্বোদিত করে, তাহলে সন্দেহাতীত পরকালের দুনিয়াতে কবর জগতে এর শাখা প্রশাখা প্রদান করবে এবং পরবর্তী জীবনে ও জান্নাতে সীমাহীন পরিপূর্ণতার ও নেয়ামতের মাধ্যম হবে এমন এক চিরস্থায়ী বৃক্ষের ও এক স্থায়ী হাক্বিক্বাতের পাথেয় উপাদানে একত্রিত মহামূল্যবান একটি বীজ ও সুউজ্জল রওনকদার এক মেশিন এবং এই দুনিয়ার বৃক্ষের মুবারক ও নূরে নূরান্নীত এক ফল হওয়ার কথা। হাঁ, এবারে যদি হাক্বিক্বিভাবে উন্নীত হয়, তাহলে মানবকে প্রদত্ত্ব ক্বলব, সুক্ষ রহস্য ক্ষমতাপূর্ণ রুহ, আক্বল এমনকি কল্পনা ক্ষমতা সহ অন্যান্য সক্ষমতার চিরস্থায়ী জীবনের তরে প্রকাশ্যে ব্যবহার করত এগুলোর প্রত্যেকটি স্বীয় যোগ্যতায় বিশেষ এক এলাহীর ইবাদাতের ব্যস্থতায় তারা ব্যাস্থ। নতুবা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল পথভ্রষ্ট উন্নতি মালার ধারণা সমূহকে দুনিয়ার জীবনের জন্যে সকল চিকন ও সুক্ষ দর্শীতায় প্রবেশ করাটা এর সাথে চাহিদা ভিলাসিতা সমস্ত প্রকারাদীকে এমনকি, মন্দ পথে একেবারে নিম্নশ্রেণীর স্বাদ আস্বাদনের জন্যে সমস্ত অঙ্গাবলীকে ও কলব আক্বলকে মনের ইচ্ছানুযায়ী নফসে আম্মারার চাহিদানুযায়ী ব্যবহারে যদি সাহায্য করে, তখন এটা উন্নতি নহে বরং নিশ্চুপতা ও নিরবতা। এই বাস্তবতা একটি কল্পনা প্রসূত ঘটনাতে এরকম এর উদাহরণ আমি দেখেছি যে, তাহল আমি বড় এক শহরে যাচ্ছি। দেখলাম যে, ঐ শহরে বড় বড় প্রসাদ বিদ্যমান রয়েছে। কিছু কিছু প্রাসাদের দরজাতে দেখলাম যে, অতি মাত্রার সানদার, উজ্জল এক থিয়েটার এর ন্যায় দৃষ্টি আকর্ষণ করে এখানে সবাইকে আনন্দ দেওয়া হয় এমন এক জায়গা ও উদ্দীপনা বিদ্যমান ছিল। ভাল করে লক্ষ করলাম ঐ প্রাসাদের মালিক দরজায় এসেছে কুকুরের সাথে খেলছে ও খেলতে সহযোগী হচ্ছে। মহিলারা বিদেশী স্মার্ট, হ্যন্ডসাম যুবকদের সাথে গল্প গোজব করছে। নতুন যুবতীরা ও শিশুদের খেলার পাত্র সমূহের প্রতি গোছানোতে ব্যাস্থ। বাড়ীর দারোয়ানও তাদের নির্দেশনা শুনার ন্যায় এক অভিনেতার ন্যায় ভাব নিয়েছে। ঐ সময় বুঝলাম যে, ঐ বিশাল প্রাসাদের ভিতরটা একেবারেই অনর্থকতায় ভর্তি। কেবল অনাকাংখিত বেহুদা বিষয়াদীর সাথে পড়ে আছে। উত্তম চরিত্র এখানে চুপ হয়ে আছে এমন যে, যেন দরজাতে এই অবস্থা ভিতরে কি হবে।

পরে আরও সামনে গেলাম আরেকটা বড় প্রসাদ দেখলাম লক্ষ করলাম যে, গেইটের মধ্যে হেলানদারী উদাঁরমনী একটি কুকুর এবং সাধারণ গ্রাম্য দেহবান শান্ত একজন দারোয়ান এমনকি অতি প্রশান্তময় এক পরিবেশ বিদ্যমান। ভিতরে অনেক শানদার অবস্থা এরকম যে, আগের প্রাসাদ ঐ রকম আর এটা অন্য রকম?

ভিতরে প্রবেশ করলাম। লক্ষ করলাম যে, তলায় তলায় পৃথক পৃথক কোলাহল দায়িত্বকর্ম নিয়ে এই প্রাসাদের বাসিন্দারা অত্যান্ত ব্যাস্থ। প্রথম তলার লোকেরা প্রাসাদের পরিবেশনার কাজে, পরিচালনায় ব্যস্থ। উপর তলায় মেয়েরা শিশুরা পড়ালেখা করছে। আর ও উপরের তলায় মহিলারা যারা অতি মনোহর শিল্পে ব্যস্থ, সুন্দর সুন্দর নকশা কর্মে তারা ব্যাস্থ , একেবারে উপরের তলায় মহামান্য বক্তিগণ, বাদশাহর সাথে সংবাদ আদান প্রদান করত: জনগণের আরাম আয়েশের জন্যে এবং স্বীয় পূর্ণতার অবিব্যক্তিকে ও স্থরান্নয়নের জন্যে স্বীয় ক্ষেত্রে বিশেষ ও উচ্চমুখী দায়িত্ব কর্তব্যের সাথে তারা ব্যস্থ রয়েছেন দেখলাম। আমি যেন না দেখী এমন কোন কিছুতে তারা আমাকে নিষেধ করে নাই স্বাভাবিক ভাবেই ঘুরে ফিরে দেখেছি। পরবর্তীতে বের হলাম, ও দেখলাম যে, ঐ শহরের সকল দিকে এই দুটি প্রাসাদের ন্যায় আরও বিল্ডিং বিদ্যমান রয়েছে, আমি জিজ্ঞেস করলাম তারা বলিল আগের ঐ গেইট হল যা মানোরঞ্জনীয় এবং তার ভিতরাংশ হল একেবারেই পূণ্যহীনতায় ভর্তি। এটা হল কাফিরদের অতিরিক্ত আনন্দ ফুর্তির আগত অবস্থানবলী এবং এটা হল পথভ্রষ্টদের স্থল। আবার অন্য প্রাসাদের বাসিন্দারা হল মুসলমান সম্মানীদের প্রশান্তিময় স্থল । পরে এক কর্ণারে সুযোগে একটি প্রাসাদ দেখলাম উপরে সাঈদ নাম লেখা দেখলাম। চিন্তায় পরে গেলাম আরও মনোযোগের সাথে থাকালাম আমার চেহারা ঐ বিল্ডিংগে দেখতে পেলাম এমনটি মনে হল। পূর্ণ আশ্চর্যের অনুভূতিতে চিৎকার করত অবস্থায় আমার চেতনা ফিরে এল ব্যাপারটা অনুধাবন করলাম। সুতরাং এই কল্পনাময় ঘটনাটিকে তোমায় আরও ব্যাখ্যা করব আল্লাহ যেন ভালাই নসিব করেন।

যাই হোক ঐ শহরটা হল মানবীক জীবনের সামাজীক সময়কালে এবং আধুনিকতার চোঁয়ার অত্যাধুনিক মানুষের জীবন হল এটা, আর ঐ প্রাসাদ সমূহের প্রত্যেকটি হল একেকজন মানুষ। আর ঐ প্রাসাদের অধিবাসীরা হল মানুষের মধ্যকার চক্ষু, নফস ও চাহিদা এবং খাহেশাতের সক্ষমতা ও অগ্নীশর্মা ক্রোধ এর ন্যায় বিষয়বস্তু সমূহ, অন্য কিছু নহে। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গাবলীর পৃথক পৃথক ইবাদাতের দায়িত্বকর্তব্য পরায়নতা বিদ্যমান রয়েছে। আলাদা আলাদা স্বাদ সমূহ বিব্রতকর কষ্ট সমূহ রয়েছে, নফস ও চাহিদা খাহেশাতের শক্তি ও ক্রোধ এরা হল একজন দারোয়ান ও কুকুরের ন্যায়। অতএব ঐ উচ্চমানের অঙ্গাবলী নফস ও চাহিদার উপর নিয়ন্ত্রন কাঠানো এবং মৌলীক দায়িত্ব বোধকে ভূলিয়ে দেওয়াটা নি:সন্দেহে নিরবতা, তার অস্ত্র উন্নতী নহে। অন্যান্য দিক গুলোকে তুমি যুক্তি করন করে বুঝে নিতে পরো।

তৃত্বীয় নুকতা: মানুষ হল কাজ ও কর্মের দৃষ্টিতে এবং জীবন প্রচেষ্টার দিক থেকে দূর্বল একটি সৃষ্টি বা প্রাণী। অক্ষম এক মাখলুক এই মানুষের ঐ দিক বিবেচনায় স্বীয় জীবন পরিচালনায় ও কৃতিত্বের সীমানায় সে ঐ পরিমাণ অবিস্তীর্ণ তার হাতকে যদি লম্বা করে, তাহলে এটা করতে পারে। এমনকি মানুষের হাতে প্রদানকারী সীমাহীন প্রাণীদের উপর যে নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা যা মানুষের দূর্বল ও অক্ষম এবং অলসতা থেকে একেকটি অংশীদারীত্ব অর্জনকারী যে, কোন বিদেশী তুলনাময়ী প্রাণীদের কিছুর সাথে যুক্তি খাঠানোর বেলায় বিশাল বিশাল এক পার্থক্য দেখা যায় (বকরী ও মেড়া যা বিদেশী বকরী ও মেড়ার ন্যায়) তবে মানুষ ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া এবং গ্রহনীয়তা ও দোয়া ও প্রশ্নের দৃষ্টিতে এই নশ্বর দুনিয়ার ঘর বাড়ীতে অতি প্রিয় এক ভ্রমনীয় পরিদর্শক। এবং এই মানুষ এমন এক সাম্মানীত মুছাফির হয়েছে যে, তার প্রতি সীমাহীন রহমতের খাজীনা সমুহ খোলা হয়েছে। এবং অসীম এক চমৎকার উজ্জলতার শিল্প সমুহ এবং অসংখ্য খাদীমদারদেরকে তার প্রতি সন্নেবেশীত করে রাখা হয়েছে। আর ঐ মুছাফিরের পবিত্রতাকে, উত্তম পথের অবস্থানকে, উপকৃত হওয়াকে এমন এক বড় দফতর খুলে জীবন্ত করে রাখা হয়েছে যে, ঐ দফতরের ব্যাসার্ধের অর্ধাংশ ও যা

ক্ষেন্দ্র থেকে বেষ্টিতকৃত বন্ধীত লাইন পর্যন্ত যেখানে চুখের দর্শন ক্ষমতা শেষ হয় ঐ পর্যন্ত হয়তুবা কল্পনা শক্তি যতদুর যেতে পারে ততটুকু পরিমাণ এই মানুষ মুছাফিরের অবস্থান প্রশস্ত এবং লম্বা।

অত:এব যদি এই মানুষ আত্মহংকারে নির্ভর করে সংশ্লীষ্টময়তা থেকে এই পার্থিব দুনিয়াকে জীবনের কল্পিত উদ্দেশ্য বানিয়ে খাবার দাবারের মধ্যে, স্বাদের জন্যে শুধু ব্যস্তই থাকে, তাহলে অতি মাত্রায় এক সুস্ফুচিত পরিসর দফতরের ভিতরে আবদ্ধ হবে। তাকে প্রদত্ত্ব সমস্ত শক্তি এবং অস্ত্র ও অঙ্গাবলী তার এই ক্ষনস্থায়ী জীবনে ব্যস্থ হওয়াতে আপত্তি জানিয়ে বিচারের ময়দানে সাক্ষী প্রদান করত বিরুদ্ধিতা করবে। এবং এরাই তার বিরুদ্ধে মামলা কারী হওয়ার কথা। আবার এই মানুষ যদি নিজেকে মুছাফির হিসেবে পূর্ণাঙ্গ রুপে জানতে পারে, মুছাফির হওয়ার ধরুন মহান দয়াময় সত্ত্বার অনুমুদিত দফতরে এই সাময়ীক জীবনের বাজারে চলাফেরা করে, তাহলে এমন এক প্রশস্থ দফতরের ভিতরে, সীমাহীন এক অসীম জীবনের ভিতরে প্রবেশের জন্যে সে উত্তম কর্মকারী হিসেবে কাজ করে যাবে এবং মামলাকারী স্বাদ ছেড়ে আরাম আয়েশ করতে পারবে। এক পর্যায়ে এই মানুষ আলা য়ে ইল্লিনের স্থর পর্যন্ত পৌছাতে সক্ষম হবে।

একইভাবে, এই মানুষকে প্রদত্ত্ব সমস্ত সাধন সামগ্রী ও পঞ্চইন্দ্রীয় ক্ষমতা এই মানুষের উপর খুশী হয়ে পরকালে সাক্ষী দিবে। হাঁ, মানুষকে দেওয়াকৃত সমস্ত ইন্দ্রীয়সমুহ মূলত এই অস্থায়ী দুনিয়াতে জীবন যাপনের জন্যে নহে বরং অত্যান্ত মহামূল্যবান এক চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে প্রদান করা হয়েছে। তার কারণ হল মানুষকে যদি অন্যান্য প্রাণী সমূহের সহিত তারতম্য করা হয় তাহলে আমরা দেখি যে, এই মানুষ! তার ইন্দ্রীয়াবলী ও সার্বিক ক্ষমতার দৃষ্টিতে সীমাহীন ধনী ও ধনাঢ্যতার অধিকারী একটি প্রাণীর তুলনায় শতগুণ বেশী, তার চেয়ে ও আরও ধনবান। দুনিয়ার জীবনের তরে স্বাদ শক্তি ও প্রাণী সূলভ বসবাসের ক্ষেত্রে যদি মূল্যায়ন না করে তাহলে শত গুণ উচ্চতর অবস্থান থেকে শত গুণ নিম্নের স্থলে নিস্পেষিত হয়। কারণ হল **প্রত্যেক দেখতে পাওয়া সু:খ, আনন্দের মাঝে একটি দু:খ, কষ্টের চিহ্ন থাকে**। বিগত সময়ের কষ্ট সমূহ ও আগত কালের ভয়ভীতি এবং প্রত্যেক সুখানন্দের ক্ষেত্রেও কষ্টের বিলোপটা তার আনন্দকে নষ্ট করে দেয়। সাথে সাথে আনন্দ ফুর্তির মাঝে একটি পথচিহ্ন রেখে দেয়। কিন্তু ঠিক বিপরীত প্রাণীদের ক্ষেত্রে ঐ রকম ঘটনা কষ্টহীন এক স্বাদ ভোগ করে যন্ত্রনাহীন এক আনন্দ উপভোগী হয়। না তাহাকে অতীতের কোন কষ্ট, চাপ সৃষ্টি করে, না ভবিষ্যতের কোন ভয়বীতি তার মনে কাজ করে। আরামছে জীবন যাপন করে এটাই তো যথেষ্ট। সে তার স্রষ্টার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

এতে বুঝা গেল যে, সর্বোচ্চ সুন্দর্যের আবয়বের আকৃতিতে সৃষ্টিকৃত এই মানুষ যদি দুনিয়ার এই পার্থিব জীবনের প্রতি মনপূত, মনযোগীতে সবকিছু বিলিয়ে দেয়, তাহলে যেভাবে সে প্রাণীদের থেকে শতগুণ মর্যাদার অধিকারী হয় তেমনী এই কারণে শত গুণ নিম্নস্থরে এমনকি একটি চুড়ুই পাখী তুল্য অধ:পতনের কিনারায় পৌছাবে, নিমজ্জিত হবে। রিছালে নূরের অন্য একস্থলে এই বাস্তবতাকে অন্য এক উদাহরণের দ্বারা প্রামাণীত করেছি। সংশ্লীষ্টতা আসার কারণে আবার ঐ উদাহরণ এখানে উল্লেখ করছি। এটা এমন যে,

এক ব্যক্তি একজন কর্মচারিকে দশটি স্বর্ণের টুকরা প্রদান করত: বিশেষ এক কাপড়ের থান থেকে আস্তরনকৃত পোষাক তুমি তৈরী করো এভাবে আদেশ প্রদান করে। অন্যজনকে হাজারটা স্বর্ণের টুকরা প্রদান করত: একটি কাগজের টুকরাতে বেশ কিছু লেখা লিখে ঐ খাদীমের পকেটে রাখল। পরে বাজারে তাহাকে প্রেরণ করা হল। প্রথমকার ব্যাক্তি দশটি স্বর্ণ টুকরা দ্বারা উৎকৃষ্টময় থান কাপড় থেকে উত্তম এক পোষাক তৈরী করত: তার পকেটে রাখা হিসাব প্রদত্ত্ব লেখাকে পাঠ না করিয়া বরং একজন দোকানদারের কাছে গিয়ে

হাজারটা স্বর্ণ টুকরা প্রদান করত: একটি উন্নত কাপড় চাইল। বে ইনসাফী ঐ দোকানদার ও কাপড়ের থেকে সব চাইতে উৎকৃষ্টময় কালো একটি জামার কোর্ট অর্ডার করার ন্যায় দিয়ে দিল। আর ঐ দূর্ভাগা খাদীম দ্বিতীয় লোকটি প্রদত্ত হাজারটা স্বর্ণ মুদ্রা কোন কোট জাতীয় কাপড় নিয়ে আসার জন্যে নহে। বরং এখানে গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যবসার ব্যাপার ছিল। মালিকের সামনে এসে চড় খেল এবং অতি খারাপ আচরণের অধিকারি হল।

হুবহু এরই ন্যায়, মানুষের মধ্যকার আধ্যাত্মীক ইন্দ্রীয়াবলী ও মানুষের সাথে সংশ্লীষ্ট গুণাবলী সমূহ এমন যে, প্রত্যেকটি প্রাণীদের বিবেচনায় শত গুণ বেশী প্রশস্ত ও বিস্তৃত। যেমন- সুন্দর্যতার সকল স্থর সমূহকে পার্থক্যকারী মানুষ চক্ষু ও খাবার সমূহের সর্বোপরী পৃথক পৃথক, বিশেষ বিশেষ অনুভূতি প্রবণ স্বাদ সমূহকে পার্থক্যকারী এই মানবের জিহ্বার মধ্যে থাকা স্বাদ শক্তিকে ও তার তাৎপর্যতাকে এমন সকল সুক্ষাতীসুক্ষ বিষয়াদীতে অন্তর্নিহীতকারী এই মানুষের আক্বল ও তার পূণ্যময় যোগ্যতার সমস্ত প্রকারাদীতে আমোদময় হওয়া মানুষের অন্তরের ন্যায় অন্য শক্তিসমূহ অঙ্গাবলীর অবস্থান কোথায়? আর প্রাণী সমূহের অতি সাধারণ ও এক দুইটি ব্যাপারে আলোকপ্রদ স্থর তার ইন্দ্রীয় সমূহ কোথায়? এখানে একমাত্র পার্থক্য এতটুকু যে, একটি প্রাণী সে তার নিজের ক্ষেত্রে বিশেষ একটি কৃতিত্বে (প্রাণীর মধ্যে থাকা বেষ্টিত এক বিশেষ অঙ্গ) তার অবস্থান প্রকাশ পায়। বলাবাহুল্য এই উন্মোচনটা ও বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষিত।

মানুষের অঙ্গাবলীর দৃষ্টিকোনে তার ধনাঢ্যতার রহস্য এই যে, জ্ঞানশক্তি ও চিন্তাশক্তির কারণে মানুষের অনুভূতি প্রবনতাকে, তার অঙ্গাবলীকে অতিরিক্ত উন্মোচন ও বিস্তৃতকরনে আলোকপ্রদ হয়েছে। এবং মানুষের অধিক প্রয়োজনাদীর কারণে তার মাঝে ভীন্নমূখী ইন্দ্রীয় প্রবণতা ও সংবেদনশীলতা সৃষ্টি হয়েছিল। এবং তার মাঝে স্পর্শানুভূতি প্রকারাদী ও অনেক অনেক শ্রেণীতে সংশ্রিত হয়েছে। এমনকি, স্বভাবজাতভাবে তার মাঝে অসংখ্য ইন্দ্রীয় ও বোধগম্যতার একাগ্রতার কারণে সীমাহীন উদ্দেশ্যাবলীতে মনযোগী আরজু সমূহের কারণ পাওয়া গিয়েছে, এবং অসংখ্য প্রাকৃতিক কর্মক্রিয়া পাওয়ার কারণে তার মধ্যে থাকা ইন্দ্রীয়াবলী ও অঙ্গাবলীর চেয়ে তার বিস্তার ও প্রভাব বেশী পাওয়া গিয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে এবং ইবাদাতের সকল শ্রেণীর ক্ষেত্রে যোগ্যতাসম্পন্ন এক প্রাকৃতিক ভারসাম্যে সৃষ্টি হওয়ার ধরুণ সার্বিক পরিপূর্ণতার বীজ সমূহের প্রতি মানুষের মধ্যে সর্বোপরী এক সজাগ ও উপযুক্ততা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং এই পর্যায়ের ইন্দ্রীয়ানুভূতিতে ধনাঢ্যতা ও মাঠে ময়দানে অতিরিক্ততা নি:সন্দেহে গুরুত্বহীন সাময়ীক এই দুনিয়ার জীবনের অর্জনের জন্যে এগুলো প্রদান করা হয় নাই । জেনে রাখ যে, এই মানের একজন মানুষের মৌলীক দায়িত্ব কর্তব্য অসংখ্য উদ্দেশ্যাবলীতে মনোযোগীপূর্ণ দায়িত্বকে দর্শন করত: অক্ষম দরিদ্র ও ত্রুটিসমুহকে ইবাদাতের আকৃতিতে ঘোষণা প্রদান করা এবং নেয়ামাহ সমূহের মধ্যভাগে রহমানী সাহায্য সহযোগীতা দেখে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং শিল্পের শিল্পায়নে রহমানের কুদরতকে স্বজ্ঞানে দর্শন করে তার অলৌকীকতাকে শিক্ষনীয় মনে করে উপকারে উপকৃত হওয়ার দৃষ্টিপাতে দেখা চিন্তা ফিকির করা হল, মর্মকথা বুঝার উপলদ্ধি হল আসল বিষয়।

হে দুনিয়াদার ও দুনিয়ার জীবনের প্রতি প্রেমিক এবং মহাসুন্দর্যের আবয়বে সৃজিত মানুষ! এই পার্থিব জীবনের বাস্তবতাকে এক কল্পনাসূলভ ঘটনায় পূরাতন সাঈদ যা দেখছে এটাকে নতুন সাঈদের ফেরার প্রেক্ষিতে এই উদাহরনীয় ঘটনাকে তুমি শুন!

আমি দেখলাম যে, আমি এক পথের পথিক হয়েছি। অনেক লম্বা এক পথের যাত্রী হয়েছি। অর্থাৎ আমাকে এই পথের যাত্রী করা হয়েছিল। আমার সায়্যিদ, পথ প্রদর্শক ঐ সত্ত্বা যিনি আমাকে বিশেষায়ীত করত: ষাটটি স্বর্ণমুদ্রা থেকে ধীরে ধীরে একেকটি করে করে প্রদান করেছিলেন। আমি ও খরচ করে করে বেশ লোভাতুর

আনন্দকল্পে এক ঘরে এসে পৌছলাম। ঐ ঘরের মধ্যে এক রাত্রিতে দশটি মুদ্রা এদিক সেদিক করে, আনন্দ ফুর্তিতে এবং মনোরঞ্জনের পথে অপচয় করেছিলাম। ভোরের সন্যিকটে আমার হাতে কোন টাকা আর রইলনা। কোন ব্যবসায় ও ব্যবহার করতে পারিনাই। গন্তব্যে পৌছার লক্ষে কোন কিছু ও নিতে পারিনাই। অবশিষ্ট থাকা এই টাকা সম্পদ থেকে কেবল যন্ত্রনা সমূহ, গোনাহ সমূহ এবং ফুর্তি আমোদ থেকে বিদ্ধ হওয়া ক্ষত সমূহ, অশান্তি সমূহ, কষ্ট সমূহ আমার হাতে বাকী ছিল। হঠাৎ করে আমি এই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ অবস্থায় থাকা কালে ওখানে একজন লোকের সাথে সাক্ষাত হল। তিনি আমায় বলিলেন, সমস্ত সম্পদ এমনিতেই অপচয় করে ফেলেছ। এখন চড় খাওয়ার ঠিক উপযুক্ততায় পৌছিয়াছ, গন্থব্যে যাওয়ার স্থলে ও এখন খালি হাতে যাবার যোগ্য হয়ে গিয়েছ। তবে যদি তোমার কাছে আক্বল থাকে, তাহলে তাওবার দরজা এখন ও খোলা আছে। এবারে তোমাকে দেওয়া হবে বাকী থাকা পনের স্বর্ণমুদ্রা থেকে বুঝ শক্তি ব্যবহার করে আগত পরিস্থিতে এগুলোর হেফাজত কর। অর্থাৎ তোমার গন্থব্যে যাবার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে। পরে আমার এমন বেশ কিছু আগ্রহী নহে এক তৃতীয়াংশ নফস দেখলাম এতে ও অনুসরন করছে না, এক চতুর্থাংশ নফসকে দেখলাম পূর্বের অভ্যাস থেকে বিরত থাকছেনা, পরে ঐ মহান ব্যক্তিত্ব রাগান্নীত হয়ে চেহারা ফিরিয়ে চলে গেলেন।

হঠাৎ করে এই অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল: দেখলাম যে, আমি সুড়ঙ্গ পথের মধ্যে নিশ্চুপতার ন্যায় ক্ষিপ্রতার সাথে গত হওয়া একটি ট্রেনের মধ্যে আছি। তালাশ করলাম। কিন্তু কি দূর্ভাগ্য যে কোন দিকেই পলায়ন করার সুযোগ নেই। বিস্ময়কর অবস্থায় ঐ ট্রেনের দুনো দিকে অতি মানোহর ফুল সমূহ, সুস্বাদু ফল সমূহ দেখা যচ্ছিল। আমি ও মূর্খ বিদেশী যাত্রীর ন্যায় ঐ গুলোকে দেখে আমার হাত লম্বা করলাম। ঐ ফুল ও ফল সমূহ হাতে নিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঐ ফুল ও ফল সমূহ ছোতে ও ধরতে খুচাখুচি করছিল হাতে রক্ত পরছিল। ট্রেনের এমন চলন্ত অবস্থায় ঝাকুনিতে আত্মার হাত যেন ঝড়ে পরছিল। আমার প্রতি যেন মুল্যময় এক ব্যাপার হচ্ছিল। হঠাৎ করে একজন ট্রেনের কর্মচারী আমাকে বলিল পাঁচ পয়সা দাও আমি তোমার ঐ ফুল ও ফল সমূহ থেকে যতটুকু চাও প্রদান করতে পারব। পাঁচ পয়সার স্থলে হাত ক্ষত বিক্ষত করার সাথে সাথে একশত পয়সার ক্ষতির সম্মুখীন তুমি হচ্ছ। একি সাথে এই কারণে তোমার শাস্তি ও হবে। অনুমতী ছাড়া এগুলো ছিড়তে পার না। হঠাৎ করে আমি আমার ট্রেনের সমাপ্তি কখন হবে এমনটি বলে সামনের দিকে থাকালাম। দেখলাম যে, সুড়ঙ্গের দরজার স্থলে অনেক লোকদেরে দেখা যাচ্ছে। ঐ লম্বা ট্রেন থেকে ঐ গর্তমুখী লোকদের নিক্ষেপ করা হচ্ছে, আমার সামনেও এমনটি দেখতে পেলাম। দুনো দিকে দুটি মাজারী পাথর পূতে রাখা হয়েছে। গভীরভাবে চিন্তাপ্রসূত লক্ষ করলাম যে, ঐ মাজার বা কবরের উপর স্থাপিত পাথরে বড় বর্ণের দ্বারা লিখা রয়েছে সাঈদ নামটি, দু:খ ভারাক্রান্ত অবস্থায় বলিলাম আহা হঠাৎ করে ঐ ঘরের দরজায় আমাকে নসীহতকারী ঐ ব্যক্তি সত্ত্বার আওয়াজ শুনলাম আমায় বলিলেন-

তুমি কি এখন বুঝতে পেরেছ? আমি বলিলাম: হাঁ, বুঝেছি কিন্তু শক্তি সামর্থ তো আর নেই, উপায় ও নেই, তিনি বলিলেন তাওবা করো, তাওয়াক্কুল করো আমি বলিলাম তাওবা করলাম।

শুভ বুদ্ধী হলো পুরাতন সাঈদ হারিয়ে গিয়েছে নিজেকে নতুন সাঈদ হিসেবে দেখতে পেলাম।

অত:এব ঐ কল্পনীয় ঘটনার প্রতি আল্লাহ ভালাই নসীব করুন। এক-দুটি বিষয় আমি ব্যাখ্যা করব অন্যান্য দিকটা তুমি নিজে নিজে মিলিয়ে বুঝে নিও।

এই যাত্রাটি হল: রুহের জগৎ থেকে মায়ের গর্ভ থেকে যৌবন থেকে বয়স্ক, বৃদ্ধ থেকে কবর থেকে বরযখ থেকে হাসর থেকে পুলছিরাত থেকে অতীক্রমকারী চিরস্থায়ী পথের দিকে গত হওয়া এক যাত্রা। আর ঐ ষাটটি স্বর্ণ মুদ্রা হল ষাট বছরের জীবন যে, এই ঘটন পরিলক্ষিত করার বেলায় আমি নিজের বয়সটা পয়তাল্লিশ বছর বয়সী হিসেবে বিবেচনা করেছিলাম। আমার কোন জন্ম নিবন্ধন নেই তবে বাকী থাকা পনের বছর থেকে অর্ধেকটা পরকালে খরচ করার জন্যে ক্বেরআনে কারীমের খালিছ এক ছাত্র আমাকে দর্শন প্রদর্শণ করেছেন। আর ঐ ঘর হল: আমার জন্যে ইস্তাম্বুলই ছিল ঐ ট্রেনটা হল সময়কাল। যার প্রতেকটি বছর একটি যানবাহন ছিল। ঐ সুড়ঙ্গ হল: এই দুনিয়ার জীবনটা। আর ঐ বপনকৃত ফুল ও ফলমূল সমূহ হল: অবৈধ সু:খ স্বাদ সমূহ এবং নিশিদ্ধি ফুর্তি আমোদ স্বাচ্ছন্ধতা যে, এগুলোকে স্পর্শ করার বিমোহতায় ও ধরতে না পারার যে যন্ত্রনা তা অন্তরে রক্তক্ষরন করছিল। এগুলো স্পর্ষ না পাওয়ায় ধুলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। এরই সাথে শাস্তি ও ভোগ করানো হচ্ছে। ট্রেনের ব্যাক্তিত্ত বলেছিলেন বলেছিল যে, মানুষের হালাল প্রচেষ্টার সাথে বৈধ দফতরে প্রত্যক্ষকৃত স্বাদ সমূহ, চাহিদা সমূহ, রুচির প্রভাবটা আসলেই যথেষ্ট। হারাম বা অবৈধ পথে প্রবেশ হওয়ার প্রবণতা তার প্রয়োজন উৎসাহিত করতেই থাকে পিছু হাটে না। অন্যান্য ব্যাপার গুলোকে তুমি নিজে নিজে বুদ্ধী ব্যবহার করো ও শিক্ষা অর্জন করো।

চতুর্থ নুকতা: মানুষ এই পার্থিব দুনিয়ার মধ্যে অতি অমায়ীক ও দূর্বলচেতা একটি শিশুর ন্যায় তুলনীয়। এতে মানুষ তার দূর্বলতায় বড় মাপের এক শক্তি এবং অক্ষমতায় বড় এক ক্ষমতায় ক্ষমতাবান। তার কারণ হল, ঐ দূর্বলতার শক্তির দ্বারা এবং ঐ সক্ষমতা দ্বারা সে এমন যে, এই সৃষ্টিকুল তারই অনুকুলে আবর্তিত। এখন যদি মানুষ তার দূর্বলতাকে বুঝে শুনে, কথায় বা কাজে, অবস্থা ভেদে কোন প্রার্থনা করে এবং অক্ষমতাকে অবলোকন করে সাহায্য অন্বেষন করে,তখন ঐ সক্ষমতার শুকরিয়া আদায় করার সাথে সাথে তার উদ্দেশ্য এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয় এবং তার চাহিদামুখী প্রবণতা এমনভাবে তার প্রতি বোঝ অর্জন করে যে, মহান ক্ষমতাবান সত্ত্বার শক্তির দ্বারা দশমাংশে বা হাজার একাংশে এর ক্ষমতাবান ও হতে পারে না, দেওয়া হয় না। তাহলে কতদুর ক্ষমতাবান হয়। হাঁ, শুধুমাত্র মাঝে মধ্যে উপস্থিত তাকওয়াবান দোয়া দ্বারা অর্জিত হওয়া কোন উদ্দেশ্যে ক্রটিপূর্ণ ভাবে স্বীয় ক্ষমতার প্রতি লাভবান হয় বা অর্জনকারী হয়। উদাহরণ স্বরুপ একটি মোরগের বাচ্চার জন্যে দূর্বলতার মধ্যে থাকা ধারণ ক্ষমতা সিংহকে আক্রমন করে। আবার নতুন কোন সিংহের বাচ্ছা, ঐ জানোয়ার ও ক্ষুদার্থ সিংহকে নিজের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রন করত: তাকে ক্ষুদার্থ অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে নিজের পেট ভর্তিতে সক্ষমতা অর্জন করে। অত:এব পূর্ব সচেতনতা দূর্বলতার মধ্যে থাকা শক্তি এবং বিচরনের যোগ্যতা মূলত রহমতের শুভ্রতা, জ্যোতি ছড়া কিছু নহে।

যেমনটি কোলাহলময় কোন শিশু তার ক্রন্দনরত অবস্থার দ্বারা অথবা চাওয়া পাওয়ার আগ্রহ দ্বারা নতুবা চিন্তাগ্রস্থ অবস্থার দ্বারা তার উদ্দেশ্য অর্জনে এমনভাবে উপযোগী হয় এবং এমন এক ক্ষমতা সমূহ তার প্রতি নিয়ন্ত্রনাদি হয় যে, তার ঐ উদ্দেশ্য সমূহের থেকে হাজারে একজনের ক্ষেত্রে হাজার বার বড় কোন লোকের সক্ষমতা ঐ পর্যন্ত পৌছাবে না।

অর্থাৎ দুর্বল ও অক্ষম, তার সম্পর্কে সহানুভূতী ও পৃষ্টপোষকতা কে বন্দোবস্ত করার কারণে ছোট খাটো আঙ্গুলের দ্বারা সাহসীদেরকে স্বীয় ক্ষেত্রে অনুগত করে। এখন এরকম একটি শিশু, ঐ সহমর্মিতা অস্বীকার করা এবং ঐ সহায়তাকে অভিযোগের সাথে যদি বলে আমি আমার ক্ষমতাবলে এই সব ব্যাপার ও ব্যক্তিদের কে অনুগত করছি তাহলে নি:সন্দেহে চড় খাওয়া ছাড়া উপায় নাই। সুতরাং মানুষ ও তার প্রতিপালকের

রহমতকে অস্বীকৃতি জানানো এবং তার হিকমত সমূহকে অবজ্ঞা করবে এমন কোন পন্থায় নেয়ামতের অভিযোগের সুরে মতামত প্রকাশ করাটা কারুনের বলার ন্যায় যদি বলে

إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ

অর্থাৎ আমি আমার নিজ জ্ঞানশক্তি দ্বারা এই ক্ষমতা অর্জন করেছি (কাসাস ৭৮)

তাহলে শাস্তি নিরেট থাকাকে সে নিজে নিজে অর্জন করে অনুগামী হবে। অর্থাৎ এই দেখতে পাওয়া মানবের সুলতান এবং এই মানবের উন্নীত হওয়া এমনকি আধুনিকতার মাননশীলতা মূলত অর্জনের দ্বারা নহে বিজয়ের দ্বারা নহে, প্রচেষ্টার দ্বারা নহে বরং তার দূর্বলতার কারণে তাহা অনুগত করা হয়েছে। তার অক্ষমতার কারণে এটা তার জন্যে সহায়তা করা হয়েছে ও তার ভয়ের কারণে তা চয়ন করা হয়েছে। তার মূর্খতার ঝড়তার কারণে তাহাকে ঐশী অনুপ্রেরণা করা হয়েছে, তার প্রয়োজনের কারণে তাহা উপঢৌকন স্বরুপ দেওয়া হয়েছে। আর এই বাদশাহী বা সুলতানাতের কারণ হল, ক্ষমতা ও জ্ঞানের শক্তি নহে বরং সহানূভূতী ও রাব্বানী কৃপার ও রহমত, হিকমতে এলাহী যে, বস্তু সামগ্রীকে তার অনুগত করা হয়েছে। তবে অবশ্যই কোন চক্ষুহীন বিচ্ছু ও পাঁহীন কোন শাপের ন্যায় কীট পতঙ্গের উপর পরাস্ত হওয়া কোন মানুষের জন্যে কোন ছোট আকৃতির নেকড়ে তার গলায় রশী বাধন করা ও এমন কোন বিশাক্ত পোকা থেকে মধু পান করানো এটা তার নিজস্ব ক্ষমতার উদাহরণ নহে বরং তার দুর্বলতার এক ফলাফল স্বরুপ খোদায়ী কৃপায় অনুগত হওয়া এবং রহমানী দয়া প্রবণতা ছাড়া অন্য কিছু নহে।

হে মানুষ! যেহেতু বাস্তবতা এরকমই, তাহলে আত্ম-অহংকার ও আমিত্যকে ছেড়ে দাও। প্রভুত্বের দরগাহে তোমার অক্ষমতা ও দূর্বলতাকে সাহায্যের আশার ভাষায় অভাব ও প্রয়োজনের আরজু ও দোয়ার ভঙ্গিতে, ঘোষণা প্রদান করো। এবং তুমি মহান মালিকের গোলাম তা প্রদর্শন করো। এবং তুমি বলো যে,

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

আমার জন্যে তিনিই যথেষ্ট আর আমি তারই উপর নির্ভরশীল।

নিজেকে উচ্চতর স্থরে উন্নীত করো। একি সাথে কখনো বলো না যে, আমি কিছুই নহে, আমার কি মাহাত্ম আছে যে, এই কায়েনাত একজন হাকিমে মুতলাকের পক্ষ থেকে ইচ্ছাকৃত ভাবে যেন তিনি আমার অধিনস্থ করেন আর তিনি আমার কাছ থেকে সার্বিক কৃতজ্ঞতা অর্জন করুন?

এভাবে না বলার কারণ হল, তুমি অনাকাংখীতভাবে তোমার নফসের আবয়বের বিবেচনায় আসলেই কিছুই নও। কিন্তু তোমার দায়িত্ব কর্মে ও স্থর ভেদের অবস্থায় তুমি এই অনুচরী বিশাল পৃথিবী এর খুবই সচেতন এক ভ্রমনকারী এই হিকমতপূর্ণ সৃষ্টিকুলের মধ্যে অলংকৃত এক প্রবক্তা এবং এই দুনিয়া সম্বলীত কিতাবের অনুসজ্জ পাঠক এবং এই তাসবিহ আদায়কারী সৃষ্টিজীবের উদার এক দ্রষ্টা ও এই ইবাদাতকারী শিল্পকলার সু-সম্মানীত এক উপাদক্ষ ও উপদেষ্টা।

অবশ্যই হে মানুষ! তুমি দেহবায়ব কাঠামোর বিবেচনায় এবং নফস বহনকারী প্রাণী হিসেবে অতি মাত্রায় ছোট এক অংশ অবহেলাপূর্ণ এক আংশীক ফকীর এক সৃষ্টি। তুমি দূর্বল এক প্রাণী যে, সমগ্র শোচনীয় ক্রমাগত বিচরনমুখী সৃষ্টিকুলের ডেও সমূহের মধ্যে প্রচন্ড আঘাতে গত হওয়া এক প্রাণী নামী অস্থিত্ত। কিন্তু এলাহীর স্নেহমমতার আলোকে সন্নিবেশনকারী তোমার ঈমানের নূরের সাথে উজ্জলীত হওয়া ইসলামী আদর্শের দর্শনের

সাথে পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করত: মানবতার দৃষ্টিকোনে গোলামীর মধ্যে তুমি হলে একজন সুলতান, এবং প্রতিদান ও কর্ম ফলের দৃষ্টিপাতে আংশীকতার নিরিখে আসলে তুমি হলে এক পূর্ণাঙ্গতা কনিষ্ট ও নগন্যতার ভিতরে তুমি হলে এক আলাদা ধরা, এবং হীনতা ও তুচ্ছতার ভিতরে তুমি হলে এমন এক মাকামের উচ্চতর স্থরে ও নিরিক্ষনের দরজার বিস্তৃত এক নিরক্ষক যে, তুমি বলতেই পার আমার রবেব রাহিম যিনি এই দুনিয়াকে আমার জন্যে এক ঘর স্বরুপ বানিয়েছেন, চন্দ্র ও সূর্যকে আমার ঐ ঘরের জন্যে বাতি স্বরুপ এবং বসন্তকাল কে এক ফুলের বাগীচা ও তুড়া এবং গ্রীষ্মকালকে নেয়ামতের দস্তারখানা, আর প্রাণীদেরকে আমার খাদীম করেছেন। তরুলতাকে ঐ প্রাসাদের সৌন্দর্য ও শুভ্রতার প্রয়োজনীয় আসবাব সামগ্রী বানিয়েছেন।

সারকথা হল, তুমি যদি তোমার নফসকে আর শয়তানকে অনুসরণ করো, তাহলে তুমি আছফালে ছাফিলিন তথা একেবারে নিচু ও হীনতার স্থরে নিমজ্জিত হবে। আবার যদি সততা, ও ক্বোরআনকে অনুসরণ করো তাহলে আলায়ে ইল্লীন তথা সর্বোচ্চ স্থরে তুমি উপনীত হবে। এই কায়েনাতের মহাসুন্দর্যের চাকচিক্যময় এক দিনপুঞ্জিকায় রুপান্তরিত হবে।

পঞ্চম নুকতা: মানুষকে এই ধরায় একজন কার্যনির্বাহক ও মুসাফির হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। অতি তাৎপর্যময় যোগ্যতা এই মানুষকে দান করা হয়েছে। এবং এই পরখ শক্তির আলোকে তাহাকে গুরুত্বপূর্ণ দায়ীত্বভার হস্তান্তর করা হয়েছে। এমন কি এই মানুষকে ঐ লক্ষের প্রতি এবং ঐ কর্তব্যের ভার কর্মক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্যে অত্যান্ত মজবুত উৎসাহ সমূহ ও কঠোর ধমক সমূহকে অত্যাদেশ করা হয়েছে। অন্য লেখনীতে ব্যাখ্যা করার ন্যায় মানবের দায়ীত্ব কর্তব্যের এবং বন্দেগির ভীত্তিতাকে এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করব। যাতে করে আহসানে তাক্বীম (সুন্দর অবয়ব) হওয়ার রহস্য বুঝে আসে।

লক্ষনীয় মানুষ এই নিখিল সৃষ্টি জগতে আগমনের পরে দুটি দিকের সাথে তার বন্দেগি সংশ্লিষ্ট রয়েছে: **এক.** অদৃশ্য পন্থাবলম্বন একটি বন্দেগি, একটি চিন্তা সক্ষমতা। **দুই.** দৃশমান সম্বোধন আলাপনে আরেকটি দাসত্ব বা গোলামী বিদ্যমান। এক কাকুতি মিনতি বিদ্যমান।

প্রথম দৃষ্টি বা চাহনি হল, সৃষ্টিকুলে দেখতে পাওয়া প্রভূত্বের বাদশাহীকে অনুসরন কল্পে তার সত্যায়ন করত: তার পরিপূর্ণতার ও মহা সৌন্দর্যের প্রতি আশ্চর্যময় দৃষ্টি সহায়কভাবে নিজেকে বন্দী করে রাখা। পরে প্রত্যেকটি একেকটি ভেদসূলব গোপনীয় আধ্যাত্মিক কোষাগারের আওতায় হওয়া চাকচিক্যময় স্নীগ্ধতার চারুশিল্পে একেকটার প্রতি শিক্ষনীয় দৃষ্টিপাতে প্রদর্শন করত: সবার মাঝে ঘোষণা ও বিস্তার করিয়ে জানিয়ে দেওয়া। তারপরে কুদরতের কলমের লিখনী, টিপি সমূহকে, তার নিয়ন্ত্রনে হওয়া সৃষ্টি জগতের পৃষ্টা সমূহকে, জমিন ও আসমান তুল্য বড় পাতা সমূহকে পড়াশুনা করে বিস্ময়ের সাথে গভেষণা করা। এর পরে এই সৃষ্টিকুলের সাজ, শোভা, আকর্ষণ সমূহকে এবং কমনীয় মনোরম নিপুন কারিগরী সমূহকে, উত্তম বিবেচনায় অনুসন্ধান করত: এগুলোর মহান ফাতিরে যুল-জালাল স্রষ্টার পরিচয়কে মুহাব্বাত করা ও এগুলোর স্রষ্টা সানীয়ে যুল-কামাল মহান আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়া ও মনযোগ দৃষ্টায়নে তার নজরে হাবভাব এর লক্ষে অবস্থানের আকাংখা তৈরী করা।

দ্বিতীয় চাহনী হল: হাজির নাজির ও বাগ্মিতার এমন এক মর্তবা যে, প্রভাব করা থেকে প্রভবকারীতে পাড়ি জমায়, প্রত্যক্ষ করে যে, একজন মহান সানী-য়ে যুল-জালাল তিনি স্বীয় কারুকার্জের অলৌকিক ক্ষমতার সাথে নিজেকে পরিচয় করান এবং জানাতে চান। এটাও ঈমান এবং মারিফাতে এলাহীর দ্বারা অর্জন হয়।

পরে লক্ষ করে যে, একজন রাব্বে রাহিম তার রহমতের সুউজ্জল মহান ফলফলাদির সাথে তাহাকে ভালবাসার স্নীগ্ধতায় বেষ্টন করতে ইচ্ছা পোষনকারী। এটা ও তার প্রতি মুহাব্বাতের দরদে, অনুতাপে ইবাদাতের বিশেষায়নে তাহাকে ভালবাসতে সহায়ক হয়। তার পর দেখছে যে, একজন মহান মুনয়ীমে কারীম, বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক নেয়ামত সমূহের স্বাদ সমূহের দ্বারা তাহাকে খাবার দাবারে প্রতিপালন করছেন। এটা ও অর্জন হয়, কৃতকর্মের দ্বারা অবস্থার দ্বারা, কথ্যের দ্বারা এমনকি যতটুকুই যা হাতে আসে বা পায় এর ইন্দ্রীয়ানুভূতির দ্বারা, অঙ্গাবলীর দ্বারা, শুকরিয়া ও প্রসংশার দ্বারা বাস্তবে রুপ নেয়। অত:পর লক্ষ করে যে, একজন জলিলে-জামিল, এই সৃষ্টি জগতের আয়না সমূহে তার বড়ত্ব ও পূর্ণতাকে এবং উজ্জলতা ও সুন্দর্যতাকে প্রকাশ করিয়ে চক্ষু দর্শনের আকর্ষণে প্রস্ফুটিত করছেন। এটা ও অর্জন হয়, পাথেয় হয় আল্লাহু আকবার সুবহানাল্লাহ বলে বলে নাস্তানাবোধ হওয়ার পথে উৎকৃষ্টতার ও ভালবাসার দ্বারা সেজদা অবনত হয়ে অর্জিত হয়।

এরপর আরও লক্ষ করে যে, একজন মহান পরাক্রমশালী ধনী একজন মহান সার্বিক সহমর্মি এর মধ্যে সীমাহীন তার ধন ভান্ডারে তার কোষাগার সমূহকে তুলে ধরেছেন। এটা ও তার বিপরীত সম্মান ও গুণ কীর্তির মধ্যকার পূর্ণাঙ্গ ভেবে চিন্তার সাথে জিজ্ঞাসা করে এবং চায়। এরপরে লক্ষপাতকারী যে, একজন সর্বোপরী একক সত্ত্বা, এই কায়েনাত নামীয় প্রাসাদে অনুসরনীয় সুক্ষ রহস্যাবলীর সাথে যা তার জন্যে বিশেষায়ীত এমন মুহরাংকনের সাথে যা কেবল তারই অনুগত এমন সীলমোহরের সাথে কেবল তারই সাথে যায় এমন ফরমানের সাথে সমগ্র সৃষ্টিকুলের উপর তার নির্দেশে এক এককত্বের মোহরে মুহরাংকিত করে চালিয়ে যাচ্ছে এবং প্রভূত্বে এককতার নিদর্শনাবলীকে নকশাকৃত করছে। এবং পৃথিবীর গম্ভীর দূরপ্রান্তের সর্বক্ষেত্রে একত্ববাদের পতাকাকে দাড় করিয়ে রাখছে। এবং প্রভূত্বের মাহাত্মতাকে ঘোষণা করছে এটা ও বিপরীত অর্জনের পাথেয় হল, সত্যতার সত্যায়নের দ্বারা, ঈমান দ্বারা, একত্ববাদের স্বীকৃতি দ্বারা, উন্মোচন দ্বারা, সাক্ষী দ্বারা ইবাদাতের মাধ্যমে সম্মুখীন হয়। অত:পর লক্ষ করে যে, ঐ মহান সত্ত্বা ফাতিরে যুল-জালাল যিনি এই কায়েনাতের পিষ্টকে একটি প্রদর্শনী রুপে তৈরী করেছেন, সমস্ত আনুকা শিল্প কারুকার্জকে এখানে উপস্থাপন করেছেন। এটাকে অর্জনের পাথেয় হল মাসাআল্লাহ বলে বলে মূল্যায়ন করত: এবং বারাকাল্লা বলে বলে সজ্জিত অলঙ্কৃতকরণ করত: সুবহানাল্লাহ বলে স্বীকৃতি প্রদান করত: এবং আল্লাহু আকবার বলে নিপুনতার সাথে দাসত্ব প্রকাশ করে।

সুতরাং এই প্রকার ইবাদাত এবং চিন্তা চেতনার দ্বারা মানুষ মানুষের রুপ ধারন করে। সুমহান চিরসুন্দর্যের আবয়ব হওয়াটা স্বীকার করে। ঈমানের শক্তি ও বরকতে আমানাতের উপযোগে বিশ্বস্থ একজন দুনিয়ার প্রতিনিধিতে সাক্ষর করে। হে উত্তম আবয়বে সৃজিত এবং মন্দ ইচ্ছা শক্তির দ্বারা নিচ থেকে নিচে গত হওয়া গাফিল মানুষ! আমাকে শুন আমিও তোমার মত যৌবনের মাতলামীতে গাফলতের মধ্যে দুনিয়াকে মধুর ও সুন্দর দেখতে পাওয়ার অবস্থায় এই যৌবনের তাড়না থেকে আজ বৃদ্ধকালের ভোরের মধ্যে আবদ্ধগ্রস্থ থাকার মুহুর্তে ঐ কি সুন্দর মনে করা দুনিয়াকে ও যেমন পরকালে অমনযোগী না হওয়া মনের সম্মুখে কি মানের বিশ্রী কলুশতা আমি দেখেছি এবং যেমন চেহারা পরকালকে কি অদ্ভুত মহাসুন্দর্যময় হওয়া ও বুঝায় বানী নামী কিতাবের দ্বিতীয় মাকামের ২১৯-২২০ তম পৃষ্টা সমূহে লিপিবদ্ধকৃত দুটি বাস্তবমুখর ফলকের দিকে লক্ষপাত করো। তুমিও দেখতে পাবে। রেফঃ সোজলার ৩১১